# বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগ-০২

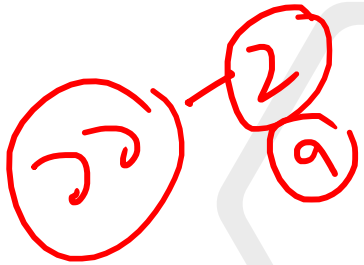

তানহি খান তানহা

# মাইকেল মধুসূদন দত্ত

# মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩)

মাইকেল মধুসূদন দত্ত ২৫ জানুয়ারি, ১৮২৪ সালে যশোর জেলার কেশবপুর উপজেলার কপোতাক্ষ নদীর তীরে সাগরদাঁড়ি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

# ‘দত্ত কুলোদ্ভব’ কবি

- তিনি ছিলেন রাজনারায়ণ দত্ত ও তার প্রথমা পত্নী জাহ্নবী দেবীর একমাত্র সন্তান।
- দত্ত বংশে জন্মের কারণে মাইকেল মধুসূদনকে ‘দত্ত কুলোদ্ভব’ কবি বলা হয়।
- ১৮৩৩ সালে হিন্দু কলেজে ভর্তি হন। সেখানে তিনি বাংলা, সংস্কৃত ও ফারসি ভাষা শেখেন।

# খ্রিষ্ট ধর্ম গ্রহণ

- ১৮৪৩ সালে মাত্র ১৯ বছর বয়সে ওল্ড মিশন চার্চে পাদ্রী ডিলট্রির কাছে খ্রিষ্ট ধর্ম গ্রহণ করেন। এদিন থেকে তার নামের আগে **'মাইকেল'** শব্দটি যোগ হয়।
- তাঁর ধর্মান্তরণ সমাজে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। ফলে তাঁর পিতা রাজনারায়ণ দত্ত তাঁকে ত্যাজ্যপুত্র ঘোষণা করেন। হিন্দু কলেজে খ্রিষ্টানদের অধ্যয়ন নিষিদ্ধ বলে তিনি এ কলেজ থেকে বিতাড়িত হন এবং ১৮৪৪ সালে তিনি বিশপ্স কলেজে ভর্তি হন।

# কাব্যচর্চা শুরু

- হিন্দু কলেজে অধ্যয়নের সময়েই মধুসূদন কাব্যচর্চা শুরু করেন।
- তখন তাঁর কবিতা জ্ঞানান্বেষণ, Bengal Spectator, Literary Gleamer, Calcutta Library Gazette, Literary Blossom, Comet প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হতো।

# মাদ্রাজ গমন ও পত্রিকা সম্পাদনা

- মধুসূদন ভাগ্যান্বেষণে ১৮৪৮ সালে মাদ্রাজ গমন করেন। সেখানে তিনি দীর্ঘদিন শিক্ষকতা করেন। প্রথমে মাদ্রাজ মেইল অরফ্যান অ্যাসাইলাম স্কুলে (১৮৪৮-১৮৫২) এবং পরে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত হাইস্কুলে শিক্ষকতা (১৮৫২-১৮৫৬) করেন।

- মাদ্রাজের সঙ্গে মধুসূদনের জীবনের অনেক ঘটনা জড়িত। এখানেই তিনি সাংবাদিক ও কবি হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। তিনি **Eurasion** , **Hindu Chronicle** পত্রিকা সম্পাদনা করেন এবং **Madras Spectator-**এর সহকারী সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন।

# ছদ্মনাম

- মাদ্রাজে অবস্থানকালেই Timothy Penpoem ছদ্মনামে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ The Captive Ladie (১৮৪৮) এবং দ্বিতীয় গ্রন্থ Visions of the Past প্রকাশিত হয়।

- তিনি Timothy Penpoem ছদ্মনামে মাদ্রাজের 'হিন্দু ক্রোনিকল', 'মাদ্রাজ সার্কুলার', ও 'স্পেকটেটর' পত্রিকায় কবিতা লিখতেন।

# বাংলা সাহিত্যের প্রথম বিদ্রোহী কবি

- মধুসূদন দত্ত বাংলা সাহিত্যের প্রথম বিদ্রোহী কবি।
- কাজী নজরুলকে আমরা যে অর্থে বিদ্রোহী বলি মধুসূদন সে অর্থে বিদ্রোহী নয়। কাজী নজরুল রাজনৈতিক পরাধীনতা ও সামাজিক অনাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে কবিতা লিখেন।

- মধুসূদন বাংলা সাহিত্য রচনার ধারার ক্ষেত্রে বিদ্রোহী। মধুসূদন প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্য রচনার ধারা ভেঙ্গে নতুন ধারা সৃষ্টি করেন।

# মাইকেল মধুসূদন দত্ত

তিনি বাংলাসাহিত্যের প্রথম বিদ্রোহী কবি

কাব্য সাহিত্যে আধুনিকতার জনক

অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক

সনেটের প্রবর্তক

প্রথম প্রহসন রচয়িতা

প্রথম মহাকাব্য রচয়িতা

# কাব্য

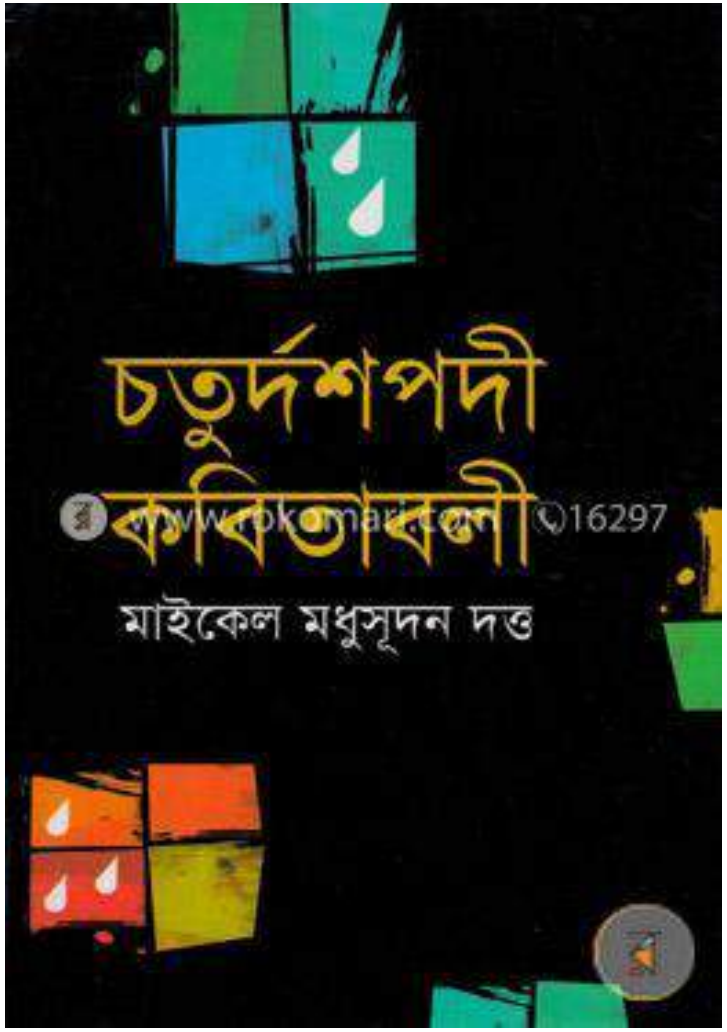


মাইকেল মধুসূদন বাংলা কাব্য সাহিত্যে আধুনিকতার জনক

কবি মধুসূদন বাংলা কাব্য জগতে মাত্র ৭ বছর (১৮৬০-৬৬) যুক্ত ছিলেন। তাই কবিকে 'ক্ষণিকের অতিথি কবি' বলা হয়।

---

The Captive Lady (1849)

তিলোত্তমাসম্ভব

ব্রজাঙ্গনা

বীরাঙ্গনা

চতুর্দশপদী কবিতাবলি

হেক্টরবধ

# The Captive Lady (1849)

The Captive Lady (1849)- প্রথম রচিত ও প্রকাশিত কাব্য।

প্রথমে মধুসূদন দত্তের কবি হিসাবে আত্মপ্রকাশ ইংরেজি কবিতায়। ১৮৪৮-৪৯ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে মাদ্রাজ থেকে **'Madras Circulator'** পত্রিকায় তিনি **'Timothy Penpoem'** ছদ্মনামে **"The Captive Ladie'** এবং **'Visions of the Past'** শীর্ষক দুটি ইংরেজি কাব্যে **পৃথ্বীরাজ সংযুক্তার** কাহিনি বর্ণনা করেন।

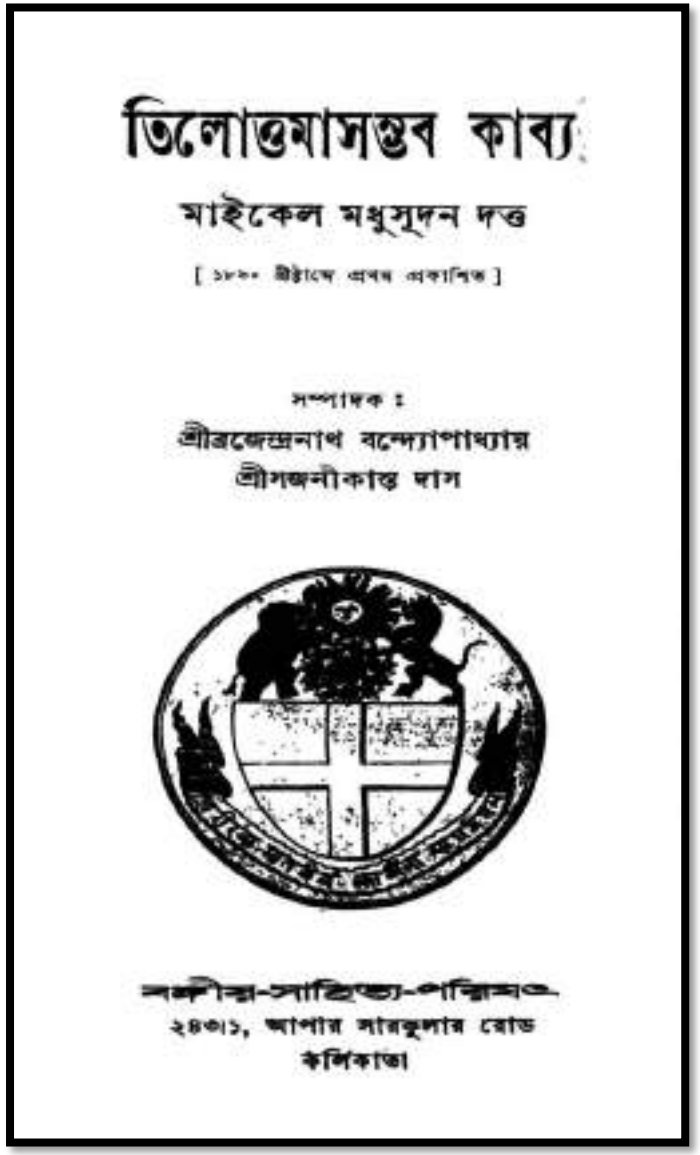


# তিলোত্তমাসম্ভব (১৮৬০)

বাংলা সাহিত্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখিত প্রথম কাব্য। (তাঁর প্রথম বাংলা কাব্য)

এই কাব্যের প্রথম দুই সর্গ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। কাব্যটি প্রকাশিত হয় ১৮৬০-এর মে মাসে। **যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের** প্রেরণায় এই কাব্য সৃষ্টি বলে তাঁকেই এই গ্রন্থ উৎসর্গ করেন।

সংস্কৃত পুরাণ ও মহাভারতের আদি পর্বের কাহিনি অবলম্বনে চার সর্গে মধুসূদন 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য' রচনা করেন।

# ব্রজাঙ্গনা

**রাধাকৃষ্ণের প্রেম বিষয়ক গীতিকাব্য** । এ কাব্য প্রকাশিত হয় ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে। 'মেঘনাদবধ' কাব্য রচনার আগে (১৮৬০) তিনি এই কাব্য রচনা করেছিলেন। প্রথমে কাব্যটির নাম ছিল **'রাধাবিরহ'**। **বাংলায় প্রথম 'ওড' কাব্য।** (স্তুতিবাচক বা স্তুতিমূলক কবিতা মাত্রই Ode)

'ব্রজাঙ্গনা' কাব্যের মূল কথা প্রেম এবং মূল উপকরণ প্রকৃতি।

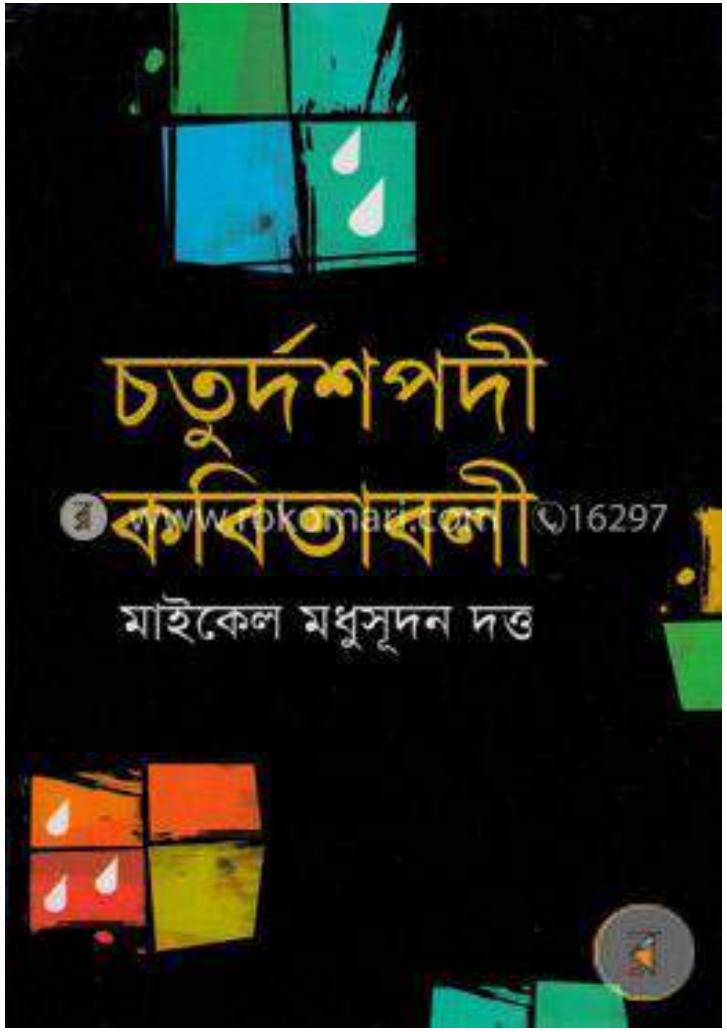


# 'বীরাঙ্গনা কাব্য'

'বীরাঙ্গনা কাব্য' বাংলা ভাষায় লেখা প্রথম সার্থক পত্রকাব্য। গ্রন্থ প্রকাশের পরিকল্পনা মূলত নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে প্রকাশ করার জন্য। কারণ বইটি উৎসর্গ করেছেন 'বঙ্গকুলচূড়' বিদ্যাসাগরকে যিনি নারীমুক্তির ও নারীজাগৃতির বাণী পরোক্ষে প্রচার করেছেন। একদিকে নারীমুক্তির প্রেরণা। রোমান কবি ওভিদের **'Heroides'**-এর অনুসরণে 'বীরাঙ্গনা' কাব্যের প্রকাশ।

এখানে মোটে এগারোটি পত্র আছে। পুরাণের ১১জন নারী চরিত্র স্বামী বা প্রেমিকের উদ্দেশ্যে এই পত্র গুলো লখেন।

পত্রগুলি হল— 'দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা', 'দশরথের প্রতি কৈকেয়ী', 'লক্ষ্মণের প্রতি সূর্পনখা', 'অর্জুনের প্রতি দ্রৌপদী', 'দুর্যোধনের প্রতি ভানুমতী', 'জয়দ্রথের প্রতি দুঃশলা, 'শান্তনুর প্রতি জাহ্নবী', 'পুরুরবার প্রতি উর্বশী' এবং 'নীলধ্বজের প্রতি জনা' প্রভৃতি। বীরাঙ্গনার পত্রের শ্রেণিবিভাগ— প্রেমপত্র (সোমের প্রতি তারা), প্রত্যাখ্যান পত্র (শান্তনুর প্রতি জাহ্নবী), অভিযোগ পত্র (দশরথের প্রতি কৈকেয়ী) এবং প্রোষিতভর্তৃকা পত্নীর পত্র (দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা)।

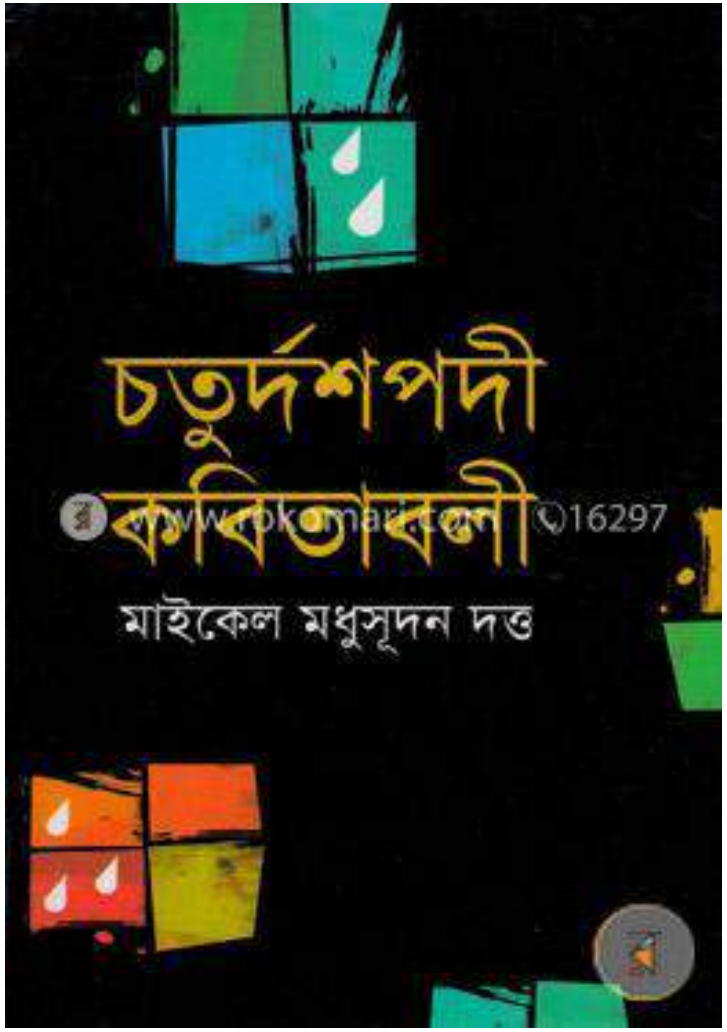


# চতুর্দশপদী কবিতাবলি

চতুর্দশপদী কবিতাবলি  বাংলা ভাষার প্রথম সনেট কাব্য।

এতে ১০২টি সনেট আছে । কবির প্রথম সনেট 'বঙ্গভাষা'।

বিভিন্ন ধরনের সনেট এখানে আছে।

যেমন—জয়দেব, বিদ্যাসাগর, বঙ্গভাষা, কল্পনা, কবি, কপোতাক্ষ নদ, অন্নপূর্ণার ঝাঁপি, শ্রীপঞ্চমী ইত্যাদি। ১৪ চরণে ৮+৬ মাত্রায় একটি নির্দিষ্ট মিল বিন্যাসকে অনুসরণ করে এই সনেটগুলো রচনা করেন।

# ‘হেক্টরবধ' (১৮৭১)

- মাইকেল মধুসূদন দত্তের গ্রন্থ হেক্টর বধ (১৮৭১) হোমারের ইলিয়ড মহাকাব্যের প্রথম কয়েকটি সর্গের (অধ্যায়) গদ্যে রচিত অনুবাদ। এটি ভুদের মুখোপাধ্যায়কে উৎসর্গ করা হয়েছিল।

# মহাকাব্য ‘মেঘনাদবধ কাব্য’ (১৮৬১)

এটি বাংলা সাহিত্যের প্রথম এবং প্রথম সার্থক মহাকাব্য ।

উৎসর্গ: রাজা দিগম্বর মিত্রকে । কাহিনি: 'রামায়ণ' । কাব্যের নায়ক ‘রাবণ' ।

কাব্যে সর্গ আছে ৯টি ।

অন্যান্য চরিত্র : মেঘনাদ, প্রমীলা, বিভীষণ, সরমা (বিভীষণের স্ত্রী), রাম, লক্ষ্মণ, সীতা, চিত্রাঙ্গদা, মন্দোদরী, বারুণী ।

প্রথম সর্গে কবি বীররসে কাব্য রচনার কথা বললেও কাব্যে করুণরস প্রাধান্য পেয়েছে।**

ছন্দ : ‘অমিত্রাক্ষর’

মেঘনাদের অন্য নাম : ইন্দ্রজিৎ, অরিন্দম ।

কাব্যটি ইংরেজিতে অনুবাদ করেন : রাজনারায়ণ বসু ।

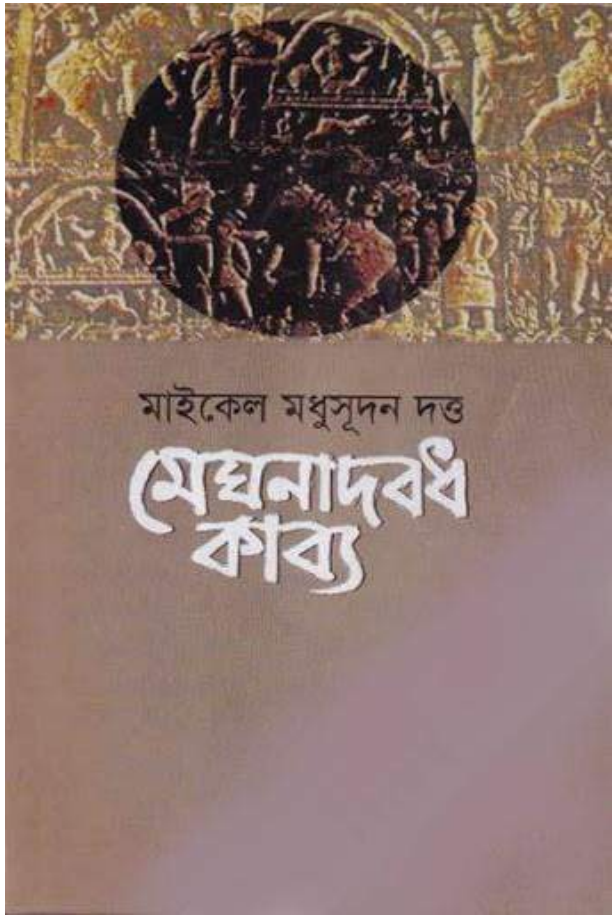

# মহাকাব্যের বৈশিষ্ট্য

- মহাকাব্যের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য আদর্শ এবং অলংকারিকদের মতামত বিশ্লেষণ করে বাংলা মহাকাব্যের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়।

১. মহাকাব্যের কাহিনি হবে কোন পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক ঘটনা।

২. মহাকাব্যের সর্গ বিভাজন থাকবে, কমপক্ষে আটটি ও সর্বাধিক ত্রিশটি সর্গ থাকবে।

৩. একটি সর্গের সবটুকু একই ছন্দে রচিত হবে, তবে অন্য সর্গ আলাদা ছন্দে রচিত হতে পারে।

৪. আরম্ভ হবে আশীর্বাদ বা নমস্কার দিয়ে।

৫. মহাকাব্যের কাহিনি স্বর্গ-মর্ত্য ও পাতাল পর্যন্ত বিস্তার লাভ করবে।

৬. শৃঙ্গার রস, বীর রস, শান্ত রস এর যে কোন একটি রস মহাকাব্যের প্রধান রস হবে আর অন্যগুলো অপ্রধান রস হিসেবে থাকবে।

৭. মহাকাব্যে যুদ্ধ, প্রকৃতি, নগর ও সমুদ্রের বর্ণনা থাকবে।

৮. ভাষা হতে তেজস্বী ও গাম্ভীর্যপূর্ণ।

৯. অলংকারও রসভাব সম্বলিত হবে।

১০. নায়ক দেবতা না হলেও অসাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন হবে এবং উচ্চবংশের সন্তান হবে অথবা ক্ষত্রিয় বংশের সন্তান।

১১. বর্ণনার মধ্যে আদি, মধ্য ও অন্তের মধ্যে সমন্বয় থাকবে।

১২. বিষয় অনুযায়ী সর্গের নামকরণ হবে।

# নাটক

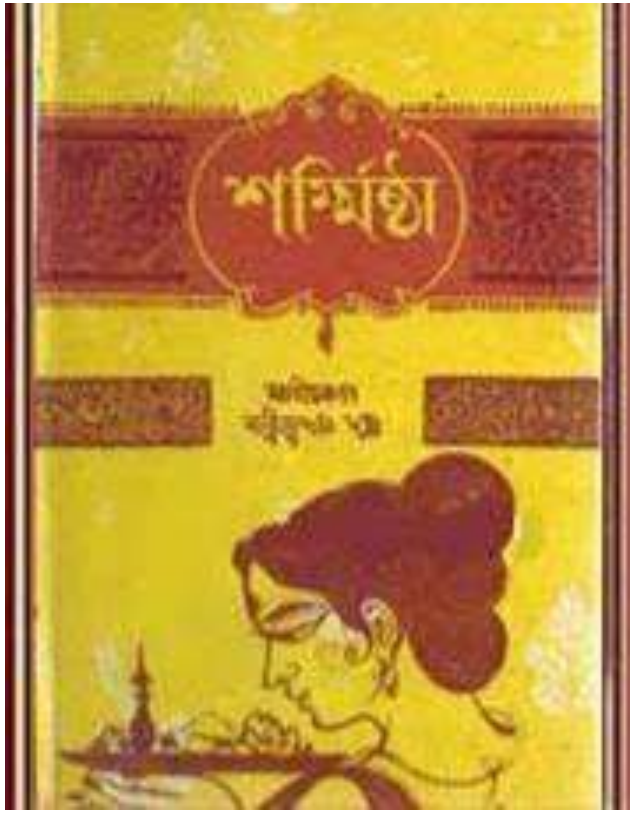


শর্মিষ্ঠা - প্রথম সার্থক নাটক

কৃষ্ণকুমারী - প্রথম সার্থক ট্রাজেডি নাটক

পদ্মাবতী - প্রথম সার্থক কমেডি নাটক (অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রথম প্রয়োগ করেন)

মায়াকানন: (অসমাপ্ত) (১৮৭৪) মৃত্যুর পর প্রকাশিত । শেষ করেন ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

# শর্মিষ্ঠা

- বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক নাটক। তিনি ১৮৫৮ সালে কলকাতার পাইকপাড়ার রাজাদের অনুপ্রেরণায় বেলগাছিয়া থিয়েটারের জন্য নাটকটি রচনা করেন এবং তাদের অনুপ্রেরণা ও অর্থায়নে জানুয়ারি, ১৮৫৯ সালে প্রকাশিত হয়।
- মহাভারতের দেবযানী-যযাতি উপাখ্যান অবলম্বনে পাশ্চাত্য রীতিতে এটি রচিত।
  চরিত্র: যযাতি, দেবযানী, শর্মিষ্ঠা।
- এটি মহাকবি কালিদাসকে উৎসর্গ করেন।

# পদ্মাবতী

- বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক কমেডি। এ নাটকের ২য় অঙ্কের ২য় গর্ভাঙ্কে প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রয়োগ করেন।
- এটি গ্রিক পুরাণের Apple of Discord অবলম্বনে রচিত। গ্রিক পুরাণের দেবী জুনো, প্যালেস ও ভেনাস এ নাটকে রূপায়িত হয়েছেন শচী, মুরজা ও রতি নামে। হেলেন ও প্যারিস হয়েছেন পদ্মাবতী ও ইন্দ্রনীল নামে।
- তিন দেবীর মধ্যে রতিকে শ্রেষ্ঠ সুন্দরী নির্বাচন করায় অন্য দুই দেবী ইন্দ্রনীলের উপর রুষ্ট হন। ফলে ইন্দ্রনীলের জীবনে বিপর্যয় নেমে আসে। পরে দেবী রতির প্রচেষ্টায় ইন্দ্রনীল উদ্ধার হন এবং পদ্মাবতীর সাথে মিলন ঘটে।

# 'কৃষ্ণকুমারী'

- মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত 'কৃষ্ণকুমারী' (১৮৬১) বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ট্রাজেডি। উইলিয়াম টডের 'রাজস্থান' নামক গ্রন্থ থেকে মধুসূদন এ নাটকের কাহিনী করেন।

- মহারাজা ভীমসিংহের দুহিতা কৃষ্ণকুমারীর বিষাদময় জীবনই নাটকের বিষয়বস্তু। কৃষ্ণকুমারীর রূপেগুণে মোহিত হয়ে জয়পুরের লম্পট প্রকৃতির রাজা জগৎসিংহ এবং মরুদেশের অধীশ্বর রাজা মানসিংহ তার পাণিপ্রার্থী হন। তারা উভয়েই প্রতিজ্ঞা করেন যে কৃষ্ণকুমারীকে না পেলে উদয়পুর ধ্বংস করে দিবেন। পরাক্রমশালী রাজাদের আক্রমণ থেকে নিজের রাজ্য রক্ষা করার সামর্থ্য তখন কৃষ্ণকুমারীর পিতার ছিল না। কৃষ্ণকুমারী সকল সমস্যার মূল মনে করে তিনি তাকে হত্যা করার আদেশ দেন। পিতার মতামত জেনে চারুশীলা কৃষ্ণা বংশের মর্যাদা রক্ষার জন্য কৃষ্ণকুমারী বিষপান করে আত্মহত্যা করেন। এটি মধুসূদন কেশববাবুকে উৎসর্গ করেন। চরিত্র: কৃষ্ণকুমারী, মদনিকা ভীমসিং, বিলাসবতী।

# প্রহসন

**প্রহসন :** প্রহসন নাটকের মতই তবে নাটকের চেয়ে ছোট। এতে হাস্য ও ব্যঙ্গ বিদ্রূপের মাধ্যমে সমাজের ত্রুটি-বিচ্যুতি তুলে ধরা হয়। এতে নাটকের মত বিষয়বস্তুর জটিলতা, গভীর জীবনবোধ, চরিত্রের সমগ্রতা থাকে না। **প্রহসন হাসির নাটক, হালকা চালের নাটক।**

# প্রহসন

‘একেই কি বলে সভ্যতা’-১৮৬০

বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ-১৮৬০

# বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ-১৮৬০

- “বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ’ প্রহসনে তথাকথিত প্রাচীন ব্রাহ্মণ সামাজপতির কু চরিত্র লাম্পট্য খুব রসালভাবে বর্ণিত হয়েছে ।

প্রহসনের কেন্দ্রীয় চরিত্র জমিদার ভক্ত প্রসাদ, যেমন অত্যাচারী তেমনি চরিত্রহীন । বাইরে হিন্দুয়ানির শেষ নেই, কিন্তু যে কোন অসৎ কাজ ও ধর্মনীতিহীন আচরণে তার দ্বিধা ছিল না । সে আর দশজন শোষকের মতোই প্রজাদের লুটে সম্পদের পাহাড় গড়ে তোলেন। ভক্তপ্রসাদের কাছে নারী পণ্য; যার কোন ধর্মীয় পরিচয় নেই। অর্থের বিনময়ে ভোগ করায় কোন পাপ থাকে না । হানিফের স্ত্রী ফাতিমা, ভট্টাচার্যের মেয়ে ইচ্ছে, পীতেশ্বর তেলীর মেয়ে পঞ্চী সবাই তার কাছে সামান। গরিব চাষি হানিফের স্ত্রী ফাতিমার উপরে অত্যাচার করতে গিয়ে সে ধরা পড়ে এবং শাসিত হন । বড়ো কথা লোকটার লাম্পট্যে একটা বড় রকমের আঘাত খেল, তার মুখোশ খুলে গেল । অন্যান্য চরিত্র : হানিফ, ফাতিমা, পুঁটি, গদাধর, বাচস্পতি। প্রহসনটির পূর্বনাম 'ভগ্ন শিবমন্দির'। **প্রহসনটিতে নৈতিক বিষয়ই প্রধান।** কামুক অনাচারে লিপ্ত জমিদারের চরিত্র সংশোধনই এই প্রহসনের মূল লক্ষ্য।

# ‘একেই কি বলে সভ্যতা’

- **'একেই কী বলে সভ্যতা' প্রহসনে নব্য ইঙ্গবঙ্গীয় সম্প্রদায়ের ছবি আঁকা হয়েছে।** ইংরেজি শিক্ষিত নব্য সম্প্রদায় দেশিয় সব রীতিনীতিকে অস্বীকার করে উচ্ছৃঙ্খলতা ও মদ্যাসক্তিকে য়ুরোপীয় সভ্যতার পরম ফল বলে মনে করেছিল ।

প্রহসনের কেন্দ্রীয় চরিত্র নববাবু। অন্যান্য চরিত্র : কর্তামশায়, হরকামিনী, কালীবাবু, বৈরাগী, পয়োধরী, শিবু, চৈতন্য, বলাই, মহেশ, গিন্নি, নিতম্বিনী। কর্তামশাই পরম বৈষ্ণব, বৃন্দাবনেই তিনি অধিকাংশ সময় কাটান। তার পুত্র নববাবু জনকয়েক বন্ধু মিলে জ্ঞানতরঙ্গিণী সভা স্থাপন করেছে, যার উদ্দেশ্যে মদ্যপান ও বারবনিতার সঙ্গ। কর্তামশাই বৃন্দাবন হতে ফিরে কলকাতায় বসবাস শুরু করেন। এক পর্যায়ে নববাবুর অবস্থা বুঝতে পেরে বৃন্দাবন চলে যান। পুলিশ সার্জেন্ট, গোঁসাই, বরফওয়ালা, বারাঙ্গনা, বাবুর্চি প্রভৃতি নানা মানুষের ভিড় : **বিশেষ করে মদের আড্ডার ব্যঙ্গাত্মক ছবিটি জীবন্ত হয়ে উঠেছে ।**

# মাইকেল মধুসূদন দত্ত

তিনি নীলদর্পন নাটকের ইংরেজি অনুবাদ করেন

১৮৬১ সালে A Native ছদ্মনামে

# মাইকেল মধুসূদন দত্তের কবিতার পঙক্তি

- "লঙ্কার পঙ্কজ রবি গেলা অস্তাচলে" (মেঘনাদবধ)
- "হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন; /তা সবে (অবোধ আমি!) অবহেলা করি' (বঙ্গভাষা)
- ওরে বাছা মাতৃকোষে রতনের রাজি/এ ভিখারী দশা তবে কেন তোর আজি । (বঙ্গভাষা)
- নিজ গৃহপথ; তাত দেখাও তস্করে?/চণ্ডালে, বসাও আনি রাজার আলয়ে? (মেঘনাদবধ)
- দানবনন্দিনী আমি; রক্ষ কুল-বধূ / রাবণ শ্বশুর মম, মেঘনাদ স্বামী
  আমি কি ডরাই, সখী, ভিঘারী রাঘবে? (মেঘনাদবধ)
- সতত হে নদ, তুমি পড় মোর মনে/সতত তোমার কথা ভাবি এ বিরলে । (কপোতাক্ষ নদ)
- বহু দেশে দেখিয়াছি বহু নদ-দলে/কিন্তু সে স্নেহের তৃষ্ণা মিটে কার জলে? (কপোতাক্ষ নদ)
- অলীক কুনাট্যরঙ্গে, মজে লোক রাঢ়ে বঙ্গে/নিরখিয়া প্রাণে নাহি সয় । (শর্মিষ্ঠাঃ প্রস্তাবনা)
- জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে/চিরস্থির কবে নীর, হায় রে, জীবন-নদে?

P2A

# দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩০-১৮৭৩)

জন্ম: নদীয়া জেলার চৌবেড়িয়া গ্রামে

ঈশ্বরগুপ্তের প্রেরণায় 'সংবাদপ্রভাকর' পত্রিকায় কবিতাচর্চার মধ্য দিয়ে প্রথম সাহিত্য জগতে প্রবেশ করেন।

প্রকৃত নাম: গন্ধর্ব নারায়ন মিত্র

উপাধি: রায় বাহাদুর

# নাটক

নীলদর্পন

নবীন তপস্বিনী- বঙ্কিমচন্দ্রকে উৎসর্গ

লীলাবতী

কমলে কামিনী (সর্বশেষ রচনা)

# নীলদর্পন

নাটকের বিষয়বস্তু: নীলকরদের অত্যাচারের চিত্র। এতে মেহেরপুরের কৃষকদের ওপর নীলকরদের নির্মম নির্যাতনের চিত্র ফুটে উঠেছে

**এটিই প্রথম বাংলা নাটক যা ইংরেজিতে অনূদিত হয়।**

নীলদর্পন নাটক বাংলা গণ নাটকের সূতিকাগার। 'Uncle Tom's Cabin' এর আদলে এ নাটক রচিত।

(হ্যারিয়েট বিচার স্টোয়ের **আঙ্কেল টমস কেবিন** একটি দাসত্ববিরোধী উপন্যাস

জনগণের বা সাধারণ মানুষের দুঃখ বেদনা ও সংগ্রামের কথাই যে নাটকে বলা হয়)

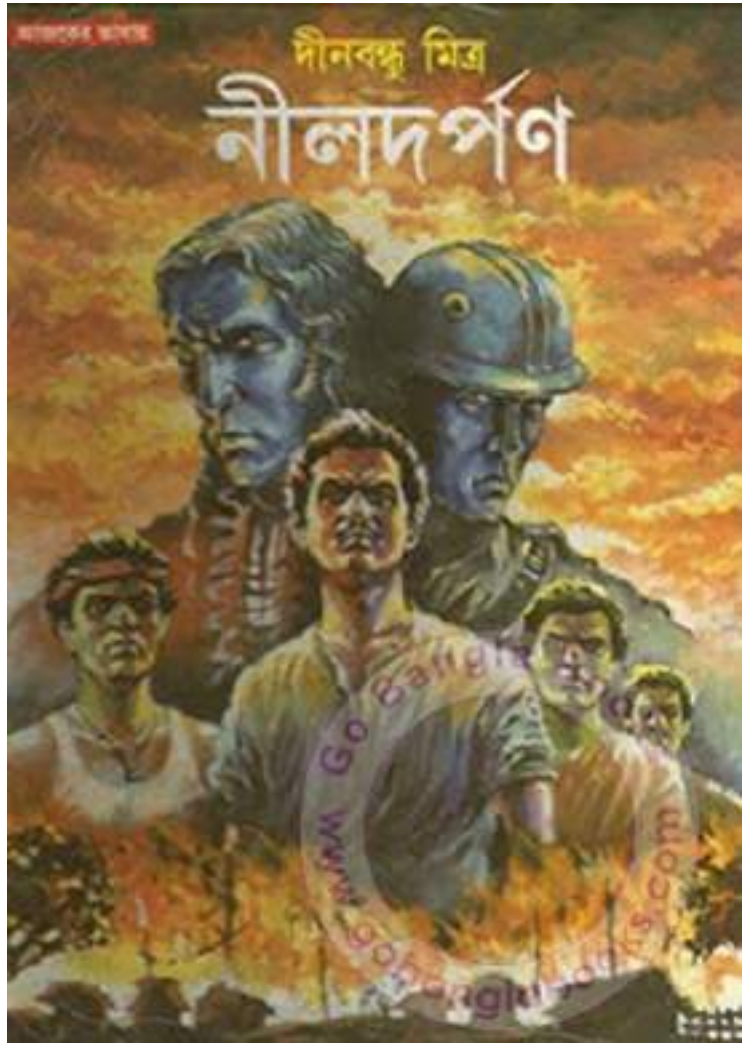

# নীলদর্পন

এর ইংরেজি অনুবাদ ‘The indigo planting Mirror’

মাইকেল মধুসূদন দত্ত A Native ছদ্মনামে অনুবাদ করেন।

প্রকাশক: পাদ্রি জেমস লঙ। এক হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হন।

চরিত্র: তোরাপ, ক্ষেত্রমণি, নবীনমাধব, রাইচরণ,সরলতা, সাবিত্রি, উড।

সাহিত্যিক মূল্য থেকে সামাজিক মূল্য বেশি

ব্রিটিশ পার্লামেন্টে আলোচনা ও নীলচাষ বন্ধ

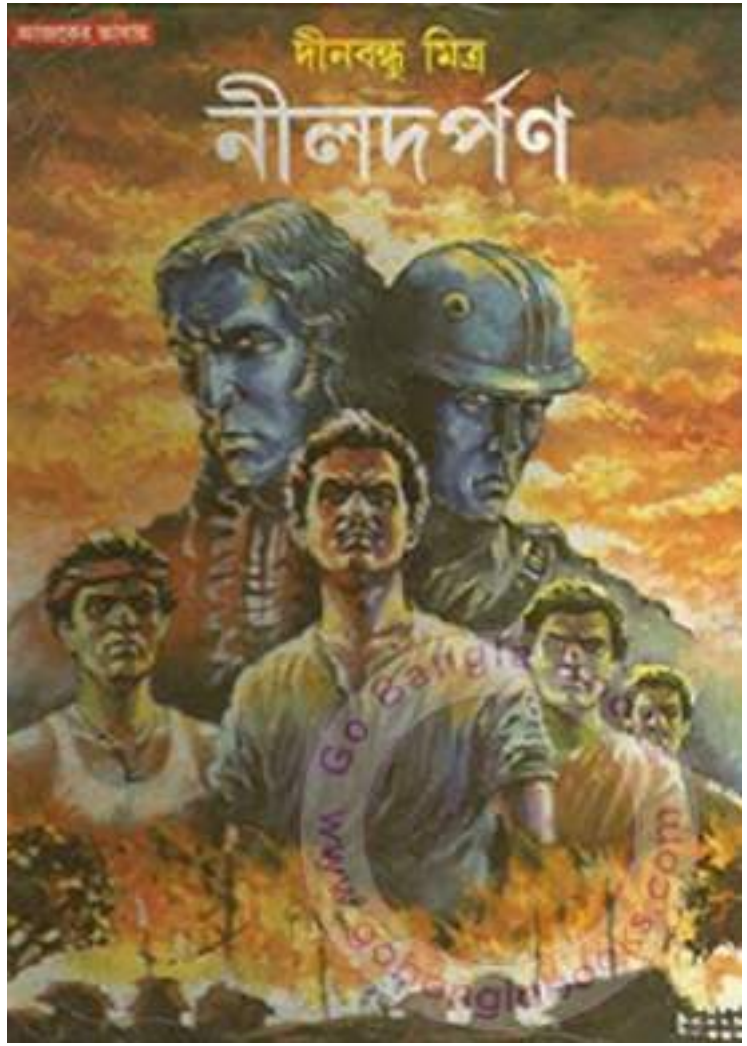

# বাংলাদেশের নাটক

নাটকটির ঘটনা, রচনা, মুদ্রণ, প্রকাশ ও প্রথম মঞ্চায়ন সব কিছুই বাংলাদেশে বলে, নীলদর্পনকে 'বাংলাদেশের নাটক' বলা হয়।

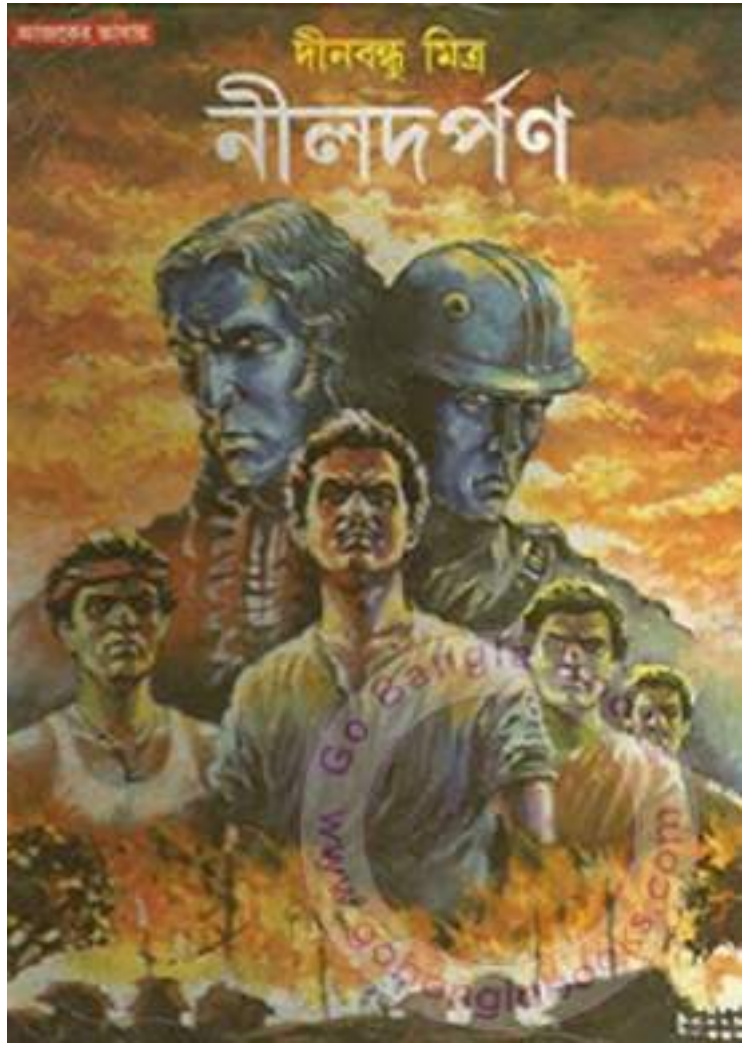

# প্রহসন

- সধবার একাদশী (চরিত্র: নিমচাঁদ, কাঞ্চন, অটল বিহারী
- বিয়েপাগলা বুড়ো (চরিত্র: নসিরাম, রতা, রাজীব, রাজমনি)
- জামাই বারিক (চরিত্র: বিজাবল্লভ, অভয়কুমার, কামিনী)

# সধবার একাদশী

- ইয়ং বেঙ্গল সমাজের অধঃপতনের বাস্তব চিত্রের সাক্ষাৎ এতে বর্তমান। মদ্যপান ও বেশ্যাসক্তির বিষয়টি প্রহসনে চমৎকার ভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে ।

- কেন্দ্রীয় চরিত্র অটল ও তার বন্ধু নিমাই চাঁদের পতিত জীবনের করুণ কাহিনি তুলে ধরা হয়েছে। নায়ক নিমচাদের জীবনে অপরিসীম প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও মদ্যপান ও বেস্যাসক্তির কারণে তার জীবন কীভাবে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় তারই কাহিনি সধবার একাদশী। উল্লেখযোগ্য চরিত্র নিমচাঁদ, অটল বিহারী, জীবনচন্দ্র, সৌদামিনী, গৃহিনী।

# বিয়েপাগলা বুড়ো

- এটি সমাজের প্রাচীনপন্থীদের ব্যঙ্গ করে রচিত। এ প্রহসনে বিবাহবাতিকগ্রস্ত এক বৃদ্ধের নকল বিয়ের আয়োজন করে স্কুলের অপরিপক্ ছেলেরা কিভাবে তাকে নাস্তানুবাদ করে, সে কাহিনীই এ প্রহসনের বিষয়। চরিত্র: নসিরাম, রতা, রাজীব, রাজমণি, কেশব, বৈকুণ্ঠ।

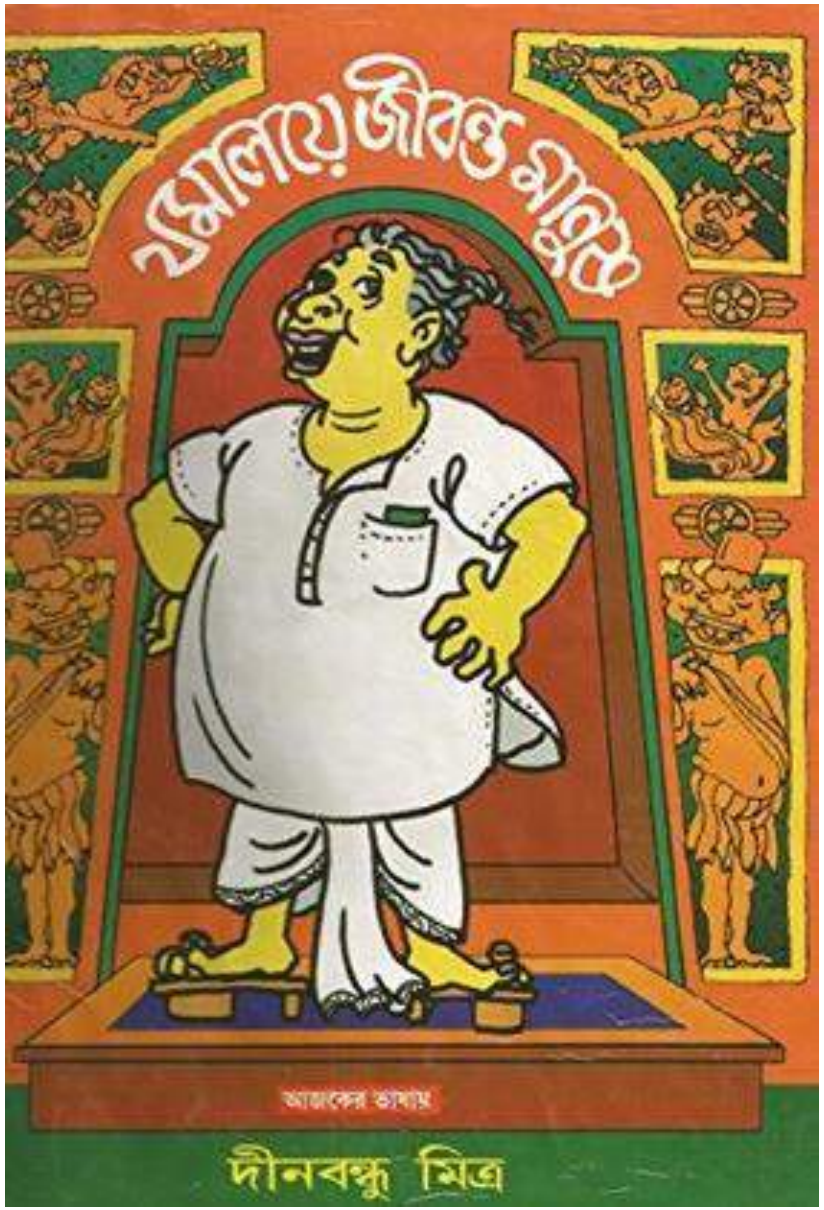


# দীনবন্ধু মিত্রের রচনা

কাব্য: সুরধুনী কাব্য, দ্বাদশ কবিতা

গল্প: যমালয়ে জীবন্ত মানুষ, পোড়া মহেশ্বর

পাঠ ১

পরিদর্শন

# মীর মশাররফ হোসেন

(জন্ম ১৮৪৭ লাহিনীপাড়া, কুষ্টিয়া)

ছদ্মনাম- **গাজী মিয়া, উদাসীন পথিক**

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের **প্রথম উল্লেখযোগ্য মুসলিম সাহিত্যিক**।

**প্রথম মুসলিম ঔপন্যাসিক ও নাট্যকার**।

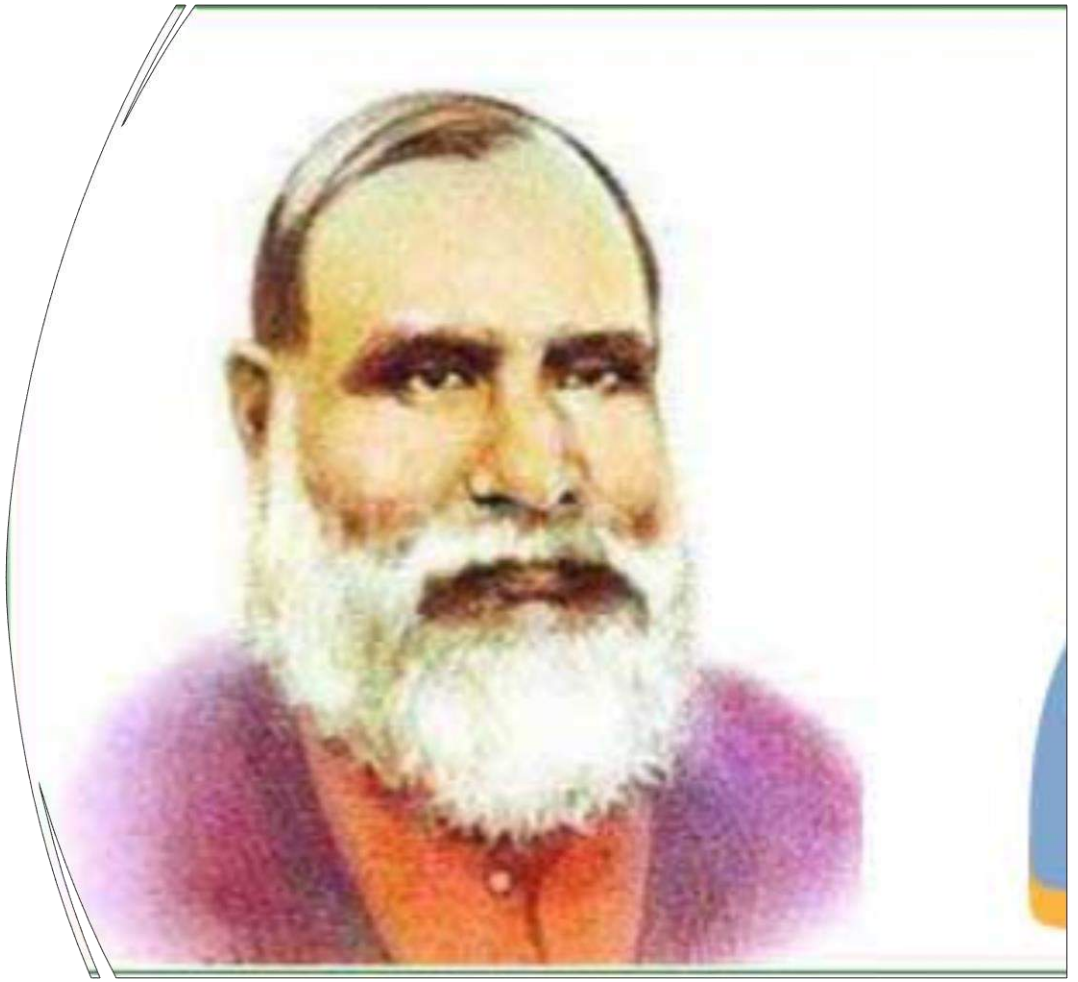

# উপন্যাস

| | |
|---|---|
| ১) রত্নবতী (১৮৬৯, প্রথম) | ৫) বাঁধা খাতা |
| ২) বিষাদ-সিন্ধু (মহররম পর্ব ১৮৮৫, উদ্ধারপর্ব ১৮৮৭, এজিদবধ পর্ব ১৮৯১) | ৬) রাজিয়া খাতুন (১৮৯৯) |
| ৩) উদাসীন পথিকের মনের কথা (১৮৯০) | ৭) তাহমিনা (১৮৯৭) |
| ৪) গাজী মিয়ার বস্তানী (১৮৯৯) | ৮) নিয়তি কি অবনতি (১৮৮৯) |
| | |

# রত্নবতী

**রত্নবতী – প্রথম উপন্যাস।** (কৌতুকাবহ উপন্যাস)

বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাহিত্যিক রচিত প্রথম উপন্যাস।

রাজপুত্র সুকুমার ও মন্ত্রীপুত্র সুমন্তের মধ্যে 'ধন বড় না বিদ্যা বড়' এ বিতর্ক ও বিতর্কের সমাধানই 'রত্নবতী' উপন্যাসের মূল উপজীব্য।

# আত্মজৈবনিক উপন্যাস

গাজী মিয়াঁর বস্তানী

উদাসীন পথিকের মনের কথা

# গাজী মিয়াঁর বস্তানী

এটি আত্মজীবনীমূলক ব্যঙ্গাত্মক রচনা।

লেখক ‘ভেড়াকান্ত' ছদ্মনামে ব্যঙ্গের মাধ্যমে সমাজের অনাচার, অন্যায়, সামাজিক দুর্নীতি এবং এ সমাজভুক্ত মানুষের নৈতিক অধঃপতন, মনুষ্যত্ব ও হৃদয়হীন আচরণের চিত্রই এখানে চিত্রিত করেছেন।

# উদাসীন পথিকের মনের কথা

মীর মশাররফ হোসেন রচিত ‘উদাসীন পথিকের মনের কথা’ (১৮৯০) একটি ইতিহাস আশ্রিত উপাখ্যানধর্মী আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস। 'উদাসীন পথিক' নামে মশাররফ হোসেন এ গ্রন্থে তার ব্যক্তিগত জীবনের পটভূমিতে স্বীয় পারিবারিক ইতিহাস ও সমসাময়িক বাস্তব ঘটনার চিত্র তুলে ধরেছেন।

এখানে লেখক তার পারিবারিক ইতিবৃত্ত বর্ণনা ও নিজের পিতা-মাতাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধার সাথে চিত্রিত করেছেন এবং অত্যন্ত সুন্দরভাবে হিন্দু-মুসলিমের মিলন কামনা প্রত্যাশা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে এটি উপন্যাস বা আত্মজীবনীমূলক রচনা নয়, এটাকে বলা যায় লেখকের আত্মজীবনী-নির্ভর বাস্তব ও কাল্পনিক ঘটনার মিশেলে উপন্যাসসুলভ সাহিত্যিক উপস্থাপনা।

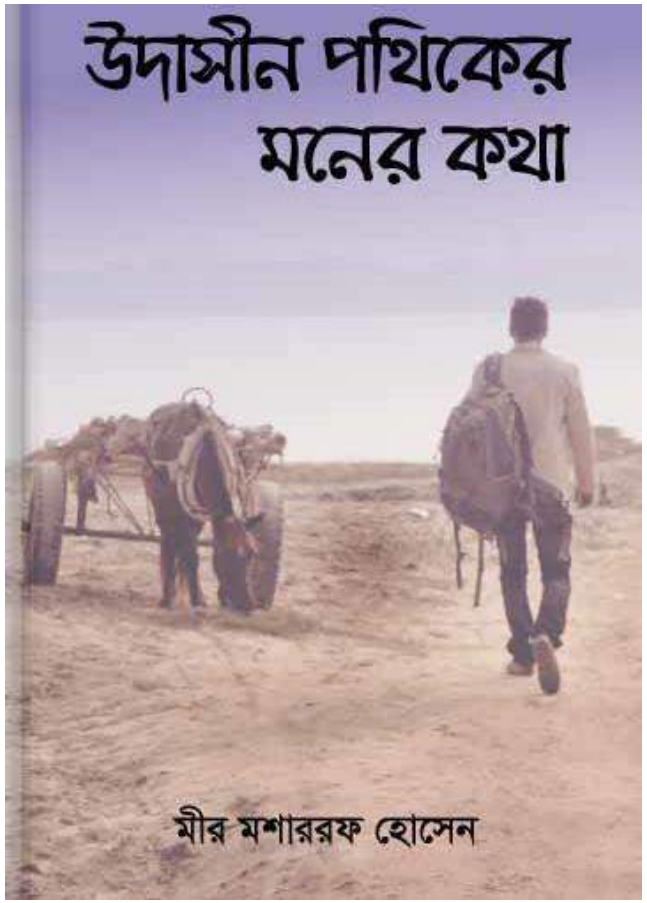

# বিষাদ সিন্ধু

ইতিহাস আশ্রিত উপন্যাস। গদ্য মহাকাব্যধর্মী উপন্যাস। তার শ্রেষ্ঠ রচনা।

উপন্যাটি **৩টি পর্বে** বিভক্ত।

মহরম পর্ব

উদ্ধার পর্ব

এজিদ-বধ পর্ব

প্রেক্ষাপট: ইমাম হাসান ও হোসেনের সাথে উমাইয়া খলিফা মুয়াবিয়ার একমাত্র পুত্র এজিদের কারবালার প্রান্তরে যুদ্ধ এর বিষয়বস্তু

প্রধান চরিত্র: এজিদ

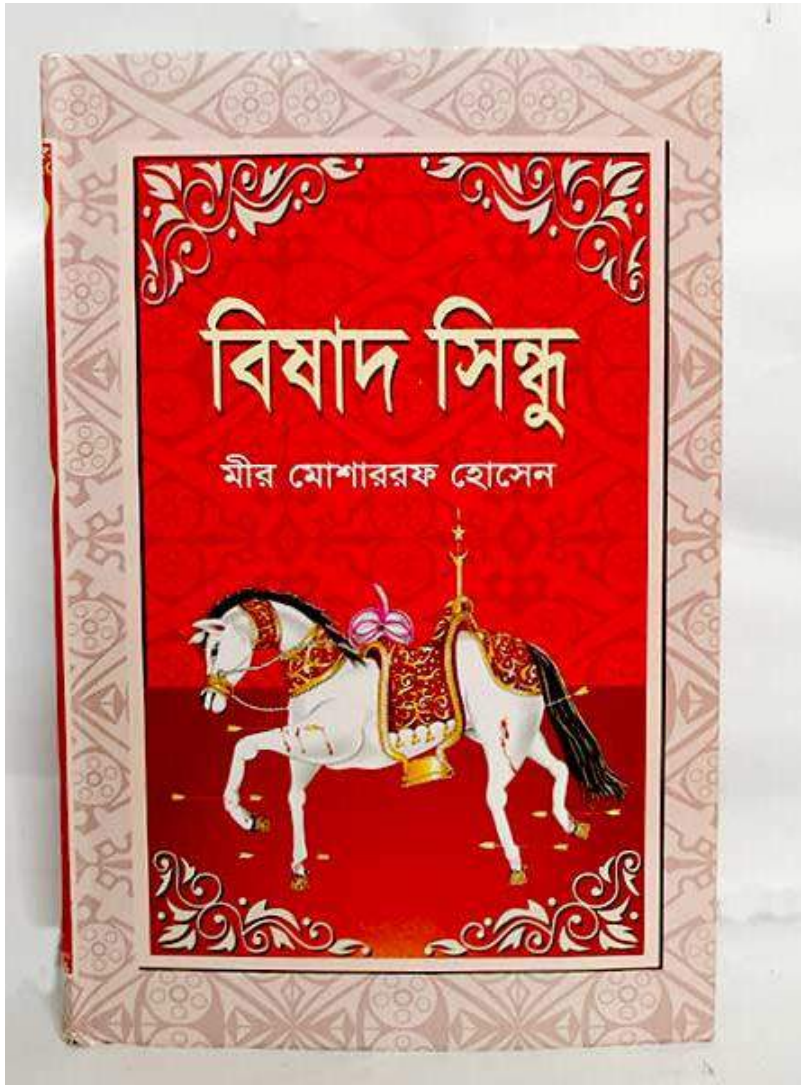

# মীর মশাররফ হোসেন নাটক

বসন্তকুমারী, জমিদার দর্পণ

বেহুলা গীতাভিনয়, টালা

অভিনয়।

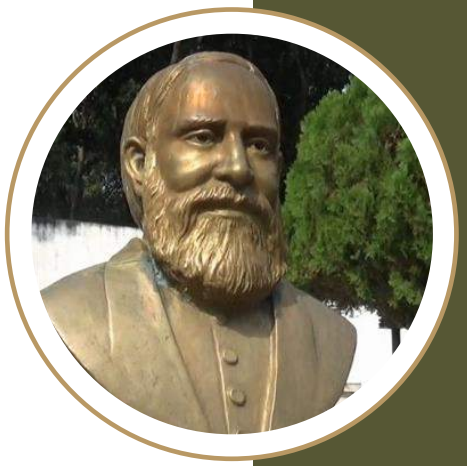

# বসন্তকুমারী

বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাহিত্যিক রচিত প্রথম নাটক ‘বসন্তকুমারী’।

এটি বাংলা সাহিত্যে মুসলমান রচিত প্রথম নাটক। বৃদ্ধ রাজা বীরেন্দ্র সিংহের যুবতী স্ত্রী রেবর্তী সপত্নী পুত্র নরেন্দ্র সিংহকে প্রেম নিবেদন করে প্রত্যাখাত হয়ে ষড়যন্ত্র শুরু করে। পরিণামে সমগ্র রাজ পরিবারটি ধ্বংস হয়ে যায়, এটিই এ নাটকের মূল বিষয়। এটি নওয়াব আব্দুল লতিফ কে উৎসর্গ করেন।

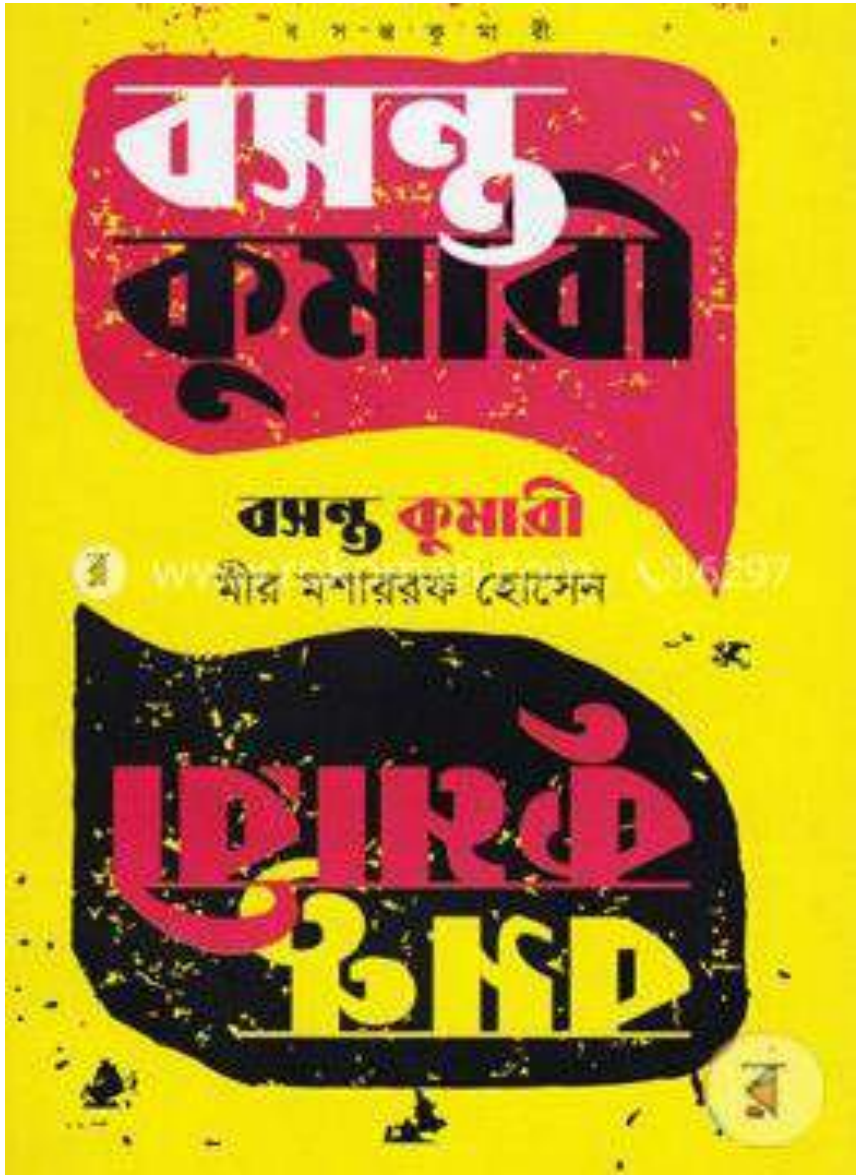

# জমিদার দর্পণ

এটি তার শ্রেষ্ঠ নাটক

নামকরণে নীলদর্পনের প্রভাব আছে।

অত্যাচারী ও চরিত্রহীন জমিদার হায়ওয়ান আলীর অত্যাচার এবং অধীনস্ত প্রজা আবু মোল্লার গর্ভবর্তী স্ত্রী নূরন্নেহারকে ধর্ষণ ও হত্যার কাহিনী এর মূল বিষয়।

চরিত্র: আবু মোল্লা, নরুন্নেহার, ফজুমিয়া, জমিদার, মেরাজ আলী (বাংলা সাহিত্যে প্রথম মুসলিম চরিত্র)

# প্রহসন

এর উপায় কি?

ভাই ভাই এইতো চাই

ফাঁস কাগজ

এ কি!

# প্রহসন

**এর উপায় কি? :** এটি মীর মশাররফ হোসেনের প্রথম প্রহসন।

এছাড়াও বাংলা সাহিত্যে **মুসলিম সাহিত্যিক রচিত প্রথম প্রহসন।**

**অন্যান্য প্রহসন**- ভাই ভাই এইত চাই, ফাঁস কাগজ, একি।

# মীর মশাররফ হোসেন

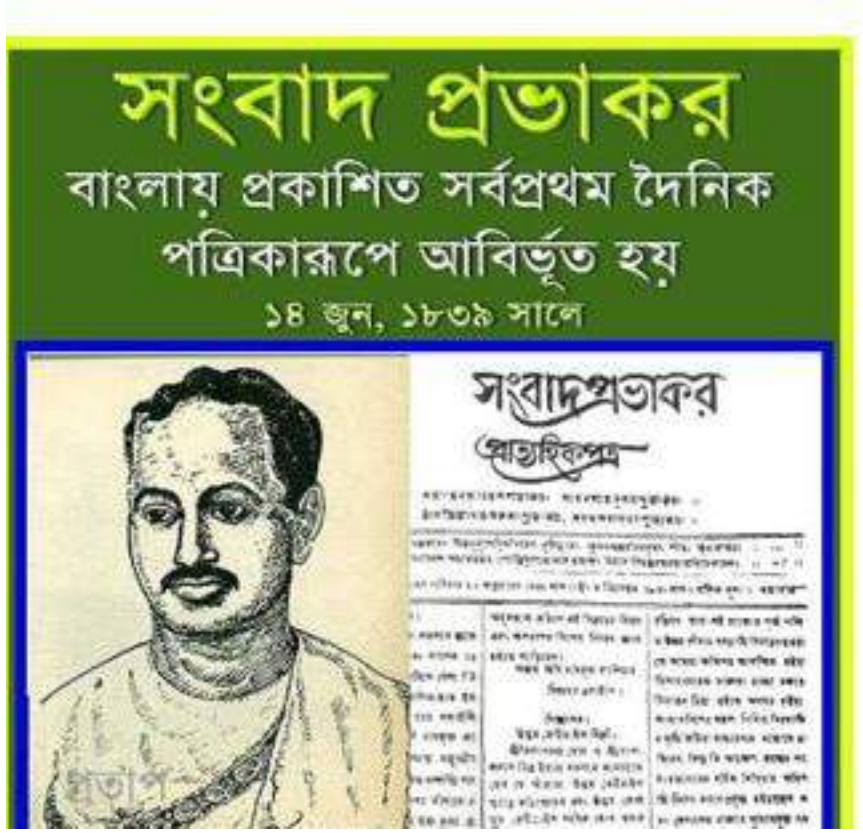


সাংবাদিক ছিলেন

**‘সংবাদ প্রভাকর’** এবং **‘গ্রামবার্তা প্রকাশিকা’**

তার **সম্পাদিত** দুটি পত্রিকা –

**আজিজননেহার ও হিতকরী।**

**প্রবন্ধ: গো-জীবন**

কৃষিনির্ভর অর্থনীতিতে যে কোনো কারণেই হোক গো-হত্যা অনুচিত। হিন্দু-মুসলিম এই দুই ধর্মের অনুসারীদের একত্র করার প্রয়াসে তিনি এটি রচনা করেন।

এই গ্রন্থ রচনার দায়ে তাকে **মামলায় জড়িয়ে পড়তে হয়।**

**আত্মজীবনী:** আমার জীবনী (১২ খন্ড) (১৮ বছরের জীবন)

**কুলসুম জীবনী:** ২য় স্ত্রী কুলসুমকে কেন্দ্র করে লিখিত।

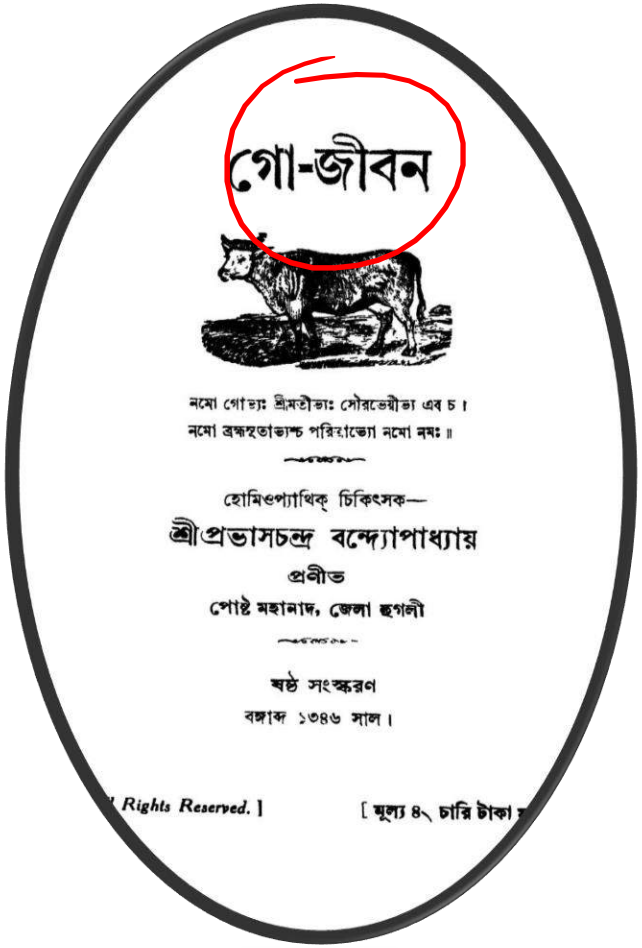
গো-জীবন

নমো গোভ্যঃ শ্রীমতীভ্যঃ সৌরভেয়ীভ্য এব চ।
নমো ব্রহ্মসুতাভ্যশ্চ পবিত্রাভ্যো নমো নমঃ॥

হোমিওপ্যাথিক্ চিকিৎসক—
শ্রীপ্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রণীত
পোষ্ট মহানাদ, জেলা হুগলী

ষষ্ঠ সংস্করণ
বঙ্গাব্দ ১৩৪৬ সাল।

Rights Reserved.] [মূল্য ৪৲ চারি টাকা

# কাব্যগ্রন্থ

**কাব্যগ্রন্থ:**

মুসলেম বীরত্ব, গোরাই ব্রীজ বা গৌরী সেতু।

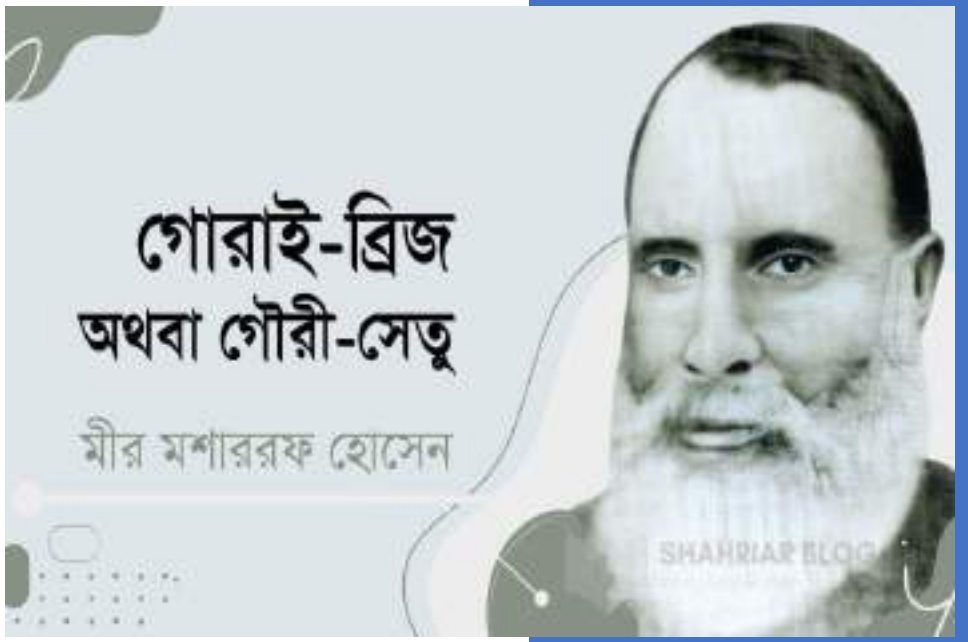


**উক্তি:**

মাতৃভাষায় যাহার ভক্তি নাই, সে মানুষ নহে।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

# কায়কোবাদ

## (১৮৫৭-১৯৫১)

- জন্ম: ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকার নবাবগঞ্জের আগলা পূর্বপাড়া গ্রামে
- উপাধি : কাব্যভূষণ, বিদ্যাভূষণ, সাহিত্যরত্ন ।
- ১৯২৫ সালে নিখিল ভারত সাহিত্য সঙ্ঘ কর্তৃক এই তিনটি উপাধি লাভ করেন ।

# কায়কোবাদ

প্রকৃত নাম- মুহম্মদ কাজেম আল কুরায়শী।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রথম মুসলমান কবি।

তিনি প্রথম মুসলিম সনেট রচয়িতা,

মহাকাব্য রচয়িতা।

# মহাকাব্য

## মহাশ্মশান

'মহাশ্মশান' (১৯০৪)। এটি বাংলা সাহিত্যে মুসলমান মহাকবি রচিত প্রথম মহাকাব্য ।

কাহিনি নেয়া হয়েছে ১৭৬১ খ্রিষ্টাব্দে সংঘটিত পানি পথের তৃতীয় যুদ্ধ থেকে ।

এতে তিনটি খণ্ড আছে। তিন খণ্ডে সর্গ সংখ্যা (২৯+২৪+৭) ৬০টি ।

চরিত্র : ইব্রাহিম কার্দি, জোহরা, হিরণবালা, আতা খাঁ, আহমদ শাহ আবদালী ।

**এটি মুসলমান মহাকবি রচিত প্রথম মহাকাব্য**। মহাকাব্য রচনায় উনার আদর্শ ছিলেন নবীনচন্দ্র সেন।

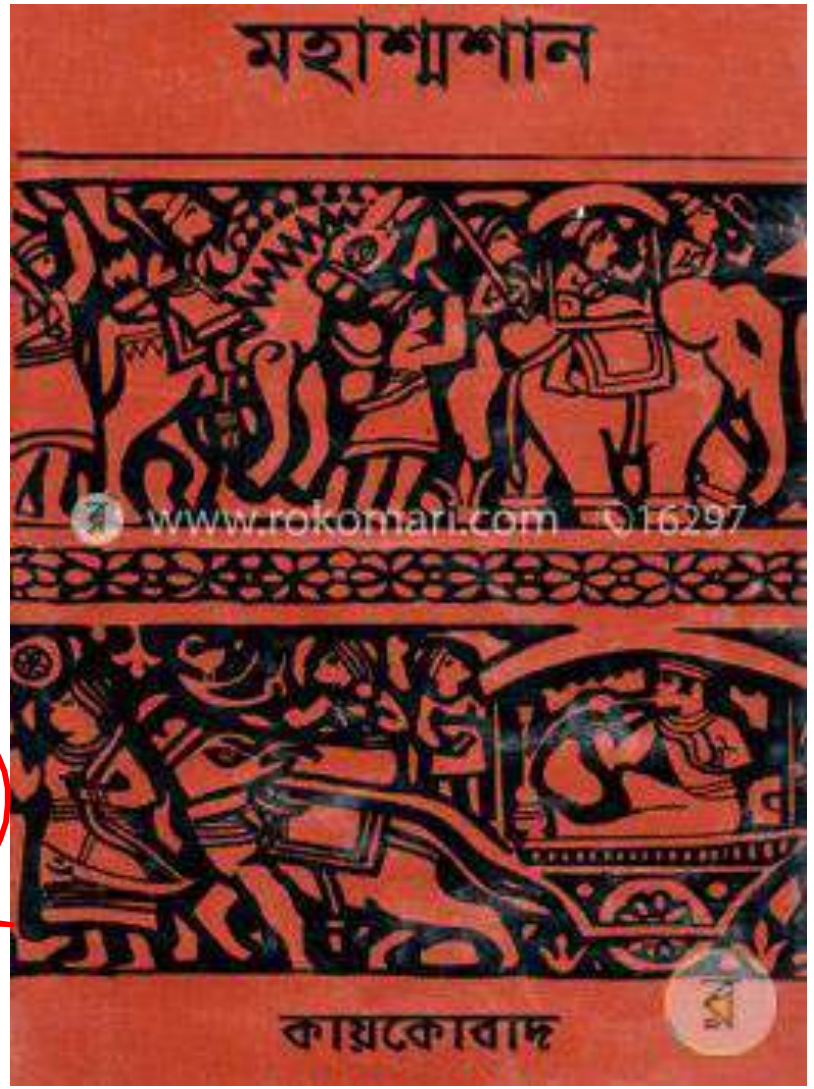

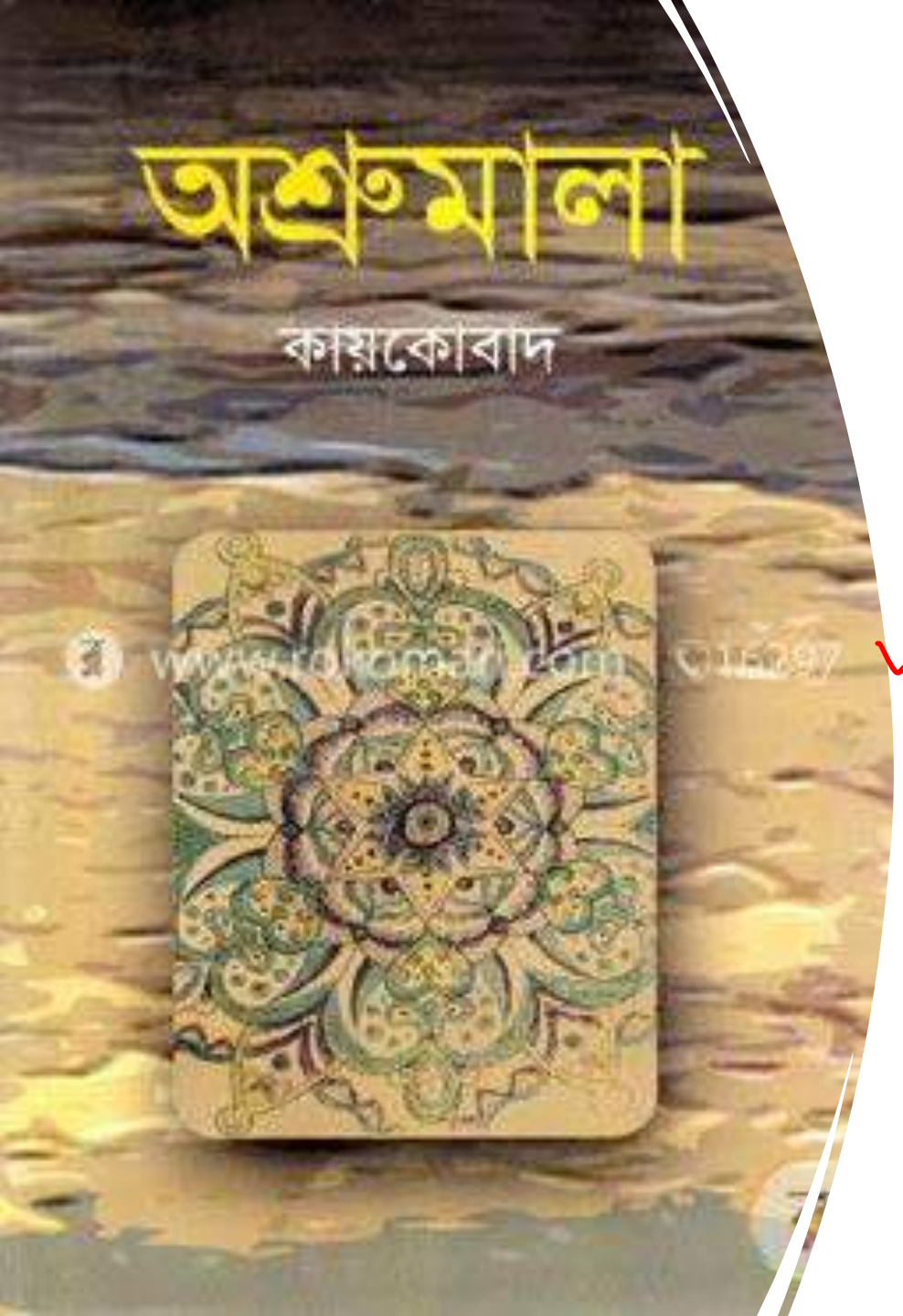


# কাব্যগ্রন্থ

বিরহ বিলাপ (এটি তার প্রথম কাব্যগ্রন্থ ১২ বছর বয়সে রচিত)

অশ্রুমালা (গীতিকাব্য)

শিব-মন্দির বা জীবন্ত সমাধি

অমিয় ধারা

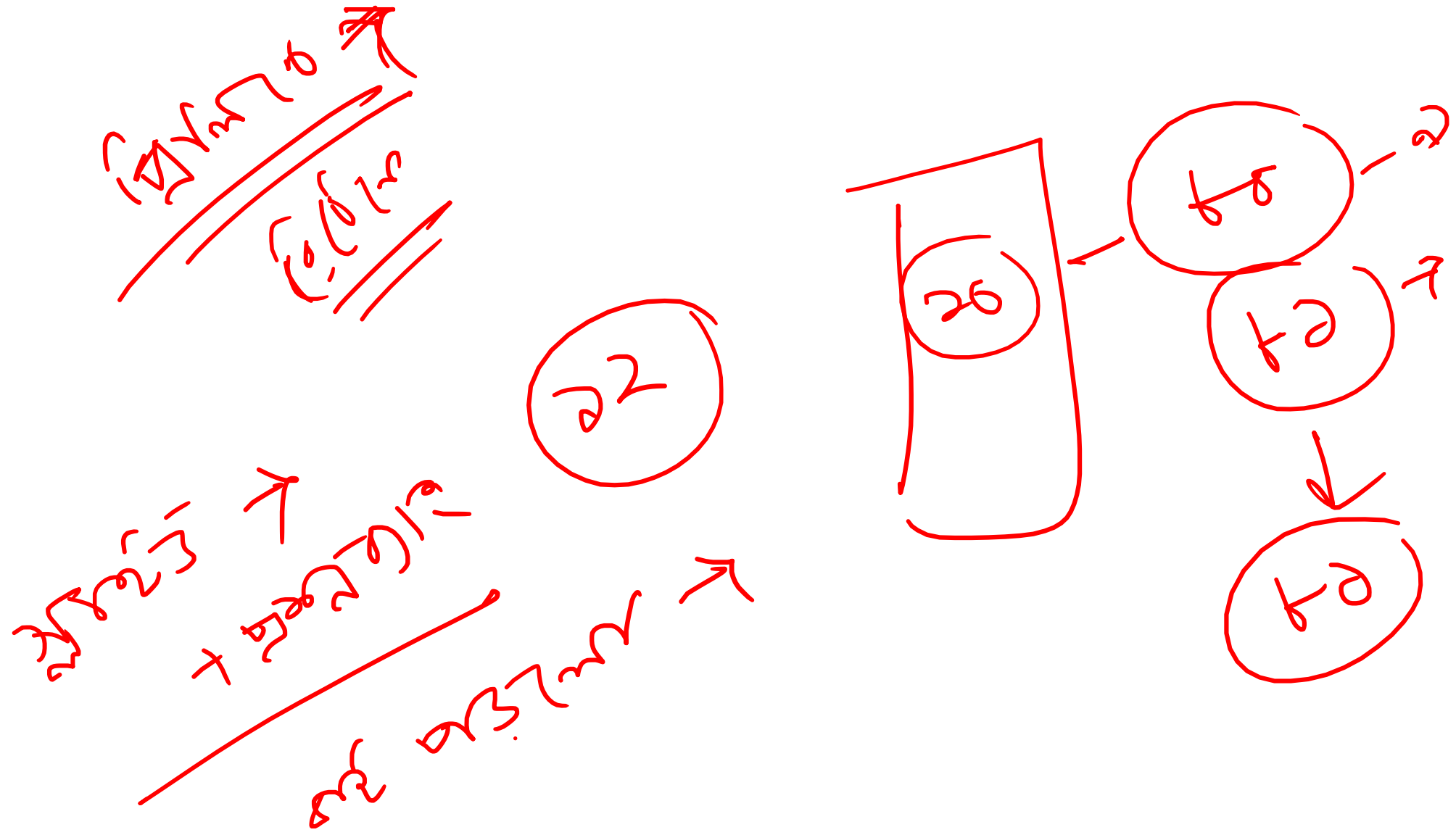

# বেগম রোকেয়া (১৮৮০-১৯৩২)

- প্রকৃত নাম: রোকেয়া খাতুন
- রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলার অর্ন্তগত পায়রাবন্দ গ্রামে।

# বেগম রোকেয়া

মুসলিম নারী জাগরণের অগ্রদূত

নারী শিক্ষা প্রসারের অগ্রদূত

বাংলা সাহিত্যের প্রথম নারীবাদী লেখক

# প্রথম রচনা

- ১৯০২ খ্রিষ্টাব্দে উনার প্রথম রচনা 'পিপাসা' প্রকাশিত হয়।
- এ রচনাটি ছাপানো হয় 'নবপ্রভা' পত্রিকায়।

# গ্রন্থ

মতিচূর (প্রবন্ধ)

সুলতানার স্বপ্ন (উপন্যাস ধর্মী কল্পকাহিনি)

পদ্মরাগ (উপন্যাস)

অবরোধবাসিনী (শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ)

# সুলতানার স্বপ্ন

'সুলতানার স্বপ্ন' গ্রন্থটি ইংরেজি 'Sultana's Dream' শিরোনামে রচিত। এখানে মূল চরিত্র Sultana একজন অবরুদ্ধা নারী। গৃহের চতুষ্কোণ হচ্ছে তার বিচরণ ও কর্মক্ষেত্র, বাইরের সকল সুযোগ-সুবিধা ভোগ করার অধিকার তার ছিল না। তিনি স্বপ্ন দেখেন, তিনি তার বোন সারার মতো অপরিচিতা এক নারীর সাথে অন্তঃপুর ত্যাগ করে উন্মুক্ত প্রকৃতির মধ্যে ফুল-বাগান দেখতে বের হয়েছেন, যাকে স্বপ্নরাজ্য 'Lady Land' বলা হয়েছে। এ গ্রন্থে রোকেয়া একটি নারীবাদী স্বপ্নরাজ্য বা ইউটোপিয়ার বর্ণনা দিয়েছেন। এ কল্পরাজ্যে সমাজের সকল কর্মকাণ্ডে নারীরা হবেন প্রধান চালিকাশক্তি আর পুরুষরা হবেন গৃহবন্দী। এখানে থাকবে না কোনো অপরাধ, প্রচলিত থাকবে 'ভালোবাসা আর সত্যর ধর্ম।

# অবরোধবাসিনী

মোট ৪৭টি স্বতন্ত্র বা বিচ্ছিন্ন কাহিনির সাহায্যে লেখিকা এ গ্রন্থে নারী সমাজের দুর্দশার চিত্র তুলে ধরেছেন

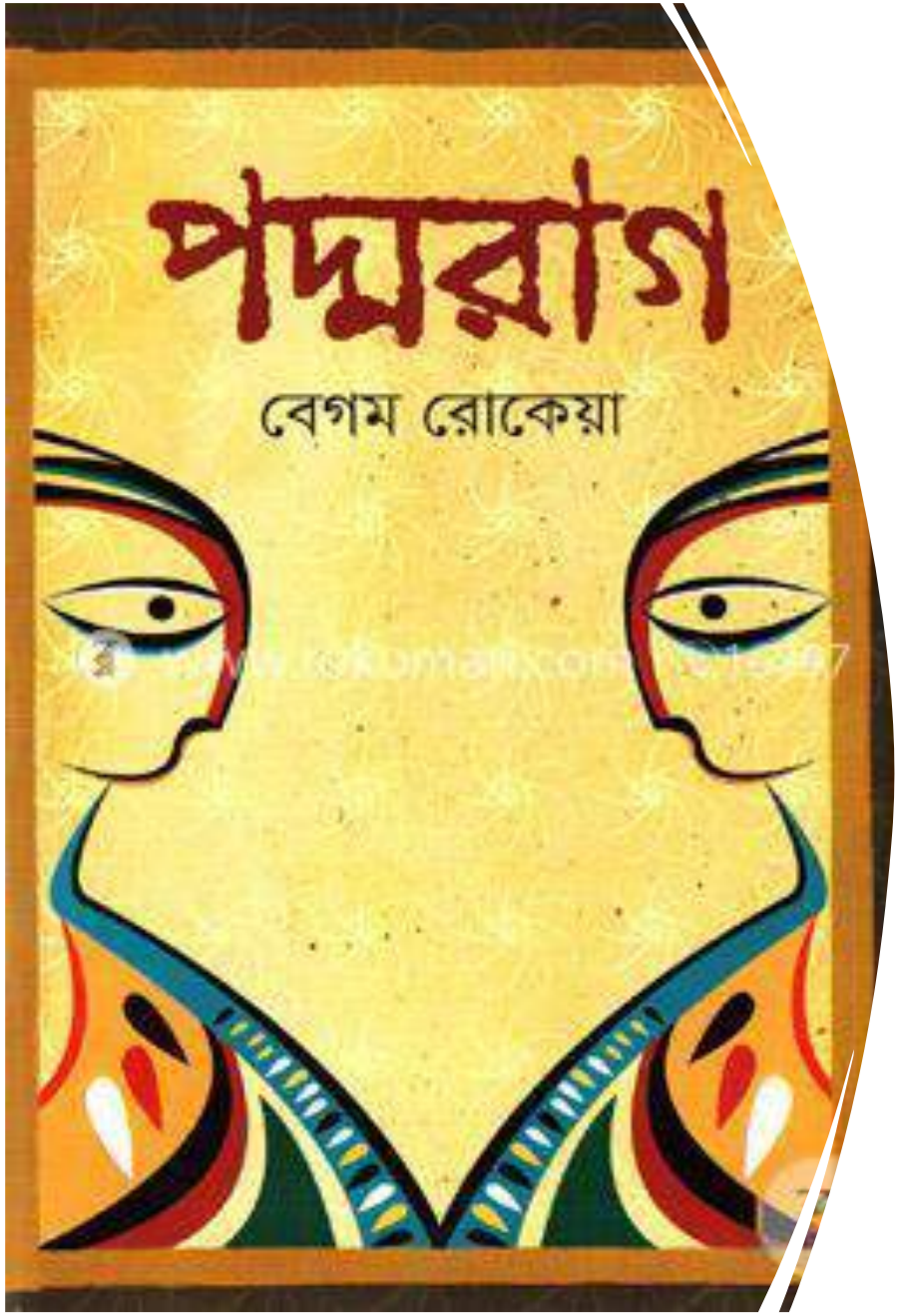


# পদ্মরাগ

নারীর অর্থনৈতিক মুক্তি বা স্বাবলম্বনের কথাই ‘পদ্মরাগ' এ প্রধান গুরুত্ব পেয়েছে ।

# যে পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল

নবনূর

সওগাত

মোহাম্মদী ইত্যাদি

# ৯ ডিসেম্বর

## রোকেয়া দিবস

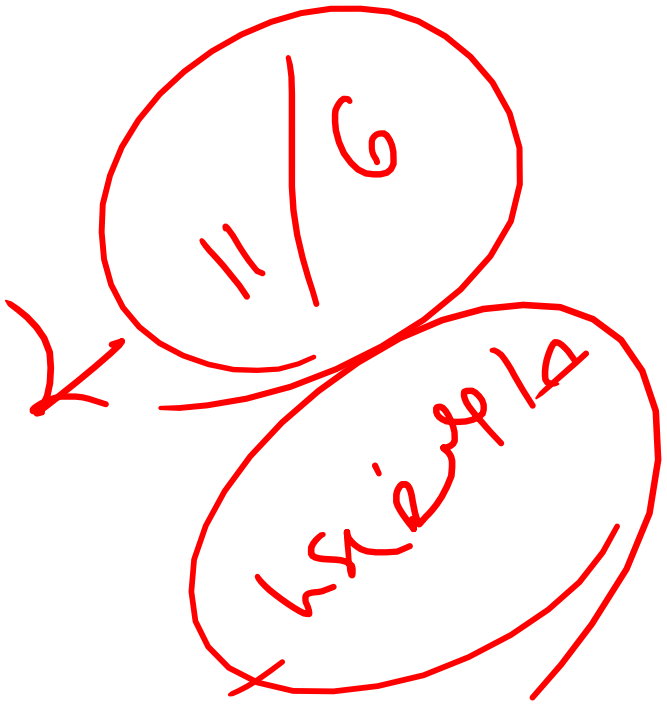
6/11
حاصل ضرب

জসীম উদ্দীন জসীম উদ্‌দীন জসীম উদ্দিন

# জসীম উদ্‌দীন

**জসীম উদ্‌দীন** (১৯০৩ - ১৯৭৬)

ফরিদপুর জেলার তাম্বুলখানা গ্রামে ( পৈতৃক নিবাস ফরিদপুরের গোবিন্দপুর গ্রামে )

১৯৭৬ সালের ১৩ মার্চ (কবির শেষ ইচ্ছানুযায়ী ফরিদপুরের অম্বিকাপুর গ্রামে তাঁর দাদির কবরের পাশে সমাহিত করা হয়।

মোহাম্মাদ জসীম উদ্‌দীন মোল্লা আর পূর্ণ নাম

ছদ্মনাম: তুজম্বর আলী

ড. দীনেশচন্দ্র সেনের অধীনে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পল্লীগীতি সংগ্রাহক পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন

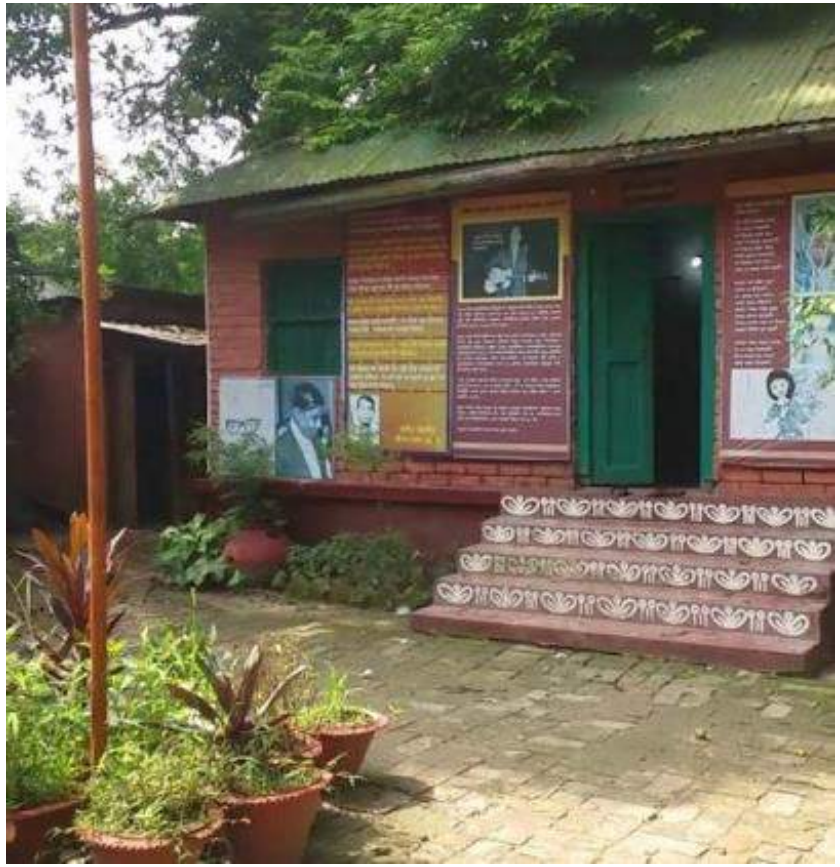

# প্রথম প্রকাশিত

জসীম উদ্‌দীনের প্রথম প্রকাশিত কবিতার নাম: মিলন গান (১৯২১, মোসলেম ভারত)

জসীম উদ্‌দীনের প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ: ‘রাখালী’ (‘কল্লোল’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ১৯২৭ সালে)

‘কবর’ কবিতাটি ‘রাখালী’ কাব্যের অন্তর্গত ।

# স্মৃতিকথামূলক রচনা

‘যাদের দেখেছি’ ও ‘ঠাকুর বাড়ির আঙ্গিনায়’ জসীম উদ্‌দীনের স্মৃতিকথামূলক রচনা

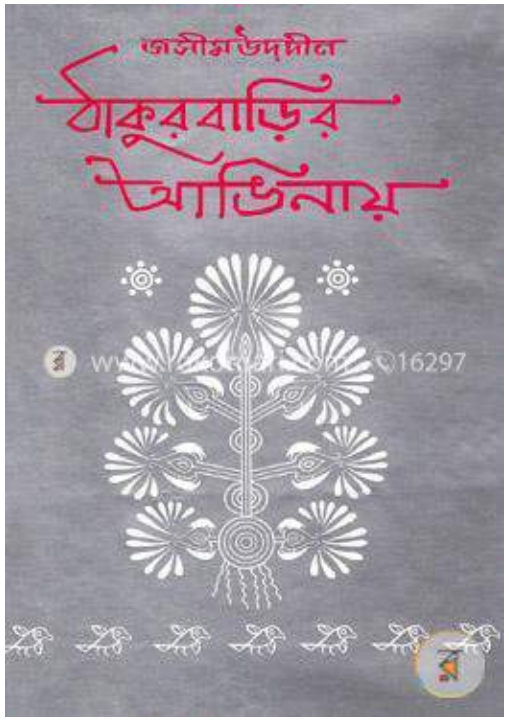


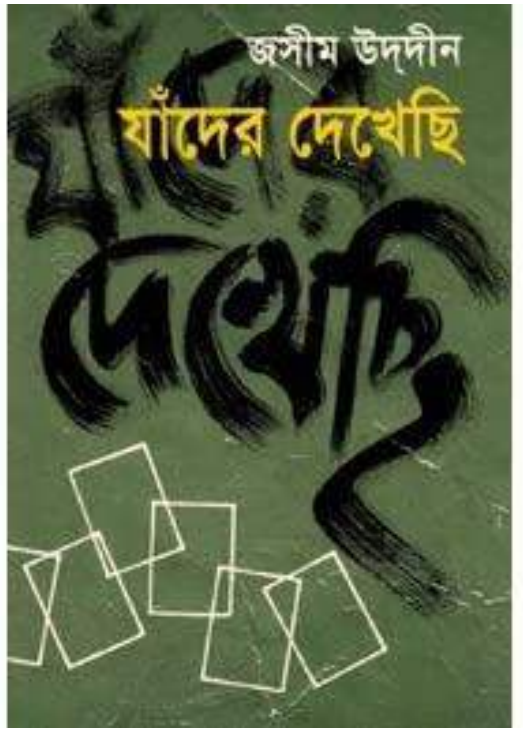

# উপন্যাস

বোবা কাহিনী (১৯৬৪)

চরিত্র: নায়ক আজহার, বছির, রহিমদ্দী, গরীবুল্লা প্রভৃতি।

ভূমিহীন কৃষকদের সীমাহীন দুঃখ দুর্দশা, মহাজনের শোষণ, সমাজের ভণ্ড ধার্মিক, প্রভৃতি এ রচনার আলোচ্য বিষয় ।

# বোবা কাহিনী

বাংলাদেশের **ফরিদপুর অঞ্চলের** একটি বিশেষ এলাকার জীবনচিত্র এ উপন্যাসের উপজীব্য। ভূমিহীন কৃষকদের সীমাহীন দুঃখ দুর্দশা, মহাজনের শোষণ, সমাজের ভণ্ড ধার্মিক, প্রভৃতি এ রচনার আলোচ্য বিষয়।

**চরিত্র:** নায়ক আজাহের, বছির, রহিমদ্দী, গরীবুল্লা প্রভৃতি।

**আজাহের** অনাথ, **সহায়সম্বলহীন এক যুবক**, মা-বাবার কথা যার মনেও নেই। । বাল্যকাল থেকেই **লাঞ্ছনা আর বঞ্চনা** তার নিত্যসঙ্গী। গ্রামের মাতব্বর দয়া করে থাকার জায়গা দেন, বিয়েও করিয়ে দেন। নতুন বউ নিয়ে সংসার শুরু করে আজাহের। কিছুদিনের মধ্যেই পরিশ্রমী আজাহের তার শ্রমের দ্বারা বেশ কয়েক বিঘা জমি, হালের গরু, গোলায় ধান তুলে ফেলে। এরই মধ্যে আজাহের এর দুটি ছেলেমেয়ে হয় **বছির ও বাড়ু**। আজাহের এর যেনো স্বপ্নের দিন কাটছিলো। এক **সুদখোর মহাজনের** চক্করে পরে স্থাবর অস্থাবর সকল সম্পত্তি খুইয়ে একেবারে পথে এসে দাঁড়ায় আজাহের।

স্ত্রী পুত্র, কন্যা নিয়ে আবার জীবন যুদ্ধ শুরু করতে পারি জমায় গহীন অরন্য ঘেরা অপরিচিত এক গ্রামে, যেখানে **ম্যালেরিয়া, কলেরা** সহ নানান ব্যাধি লেগেই থাকে। এই গ্রামে আজাহের কে গ্রামবাসী স্বাদরে গ্রহন করে এবং গ্রামবাসীরা মিলে আজাহেরকে ঘর তুলে দেয় চাষবাস এর জমি দেয় আপন করে নেয় তাদের মতন করে। এবারেও আজাহের এর কপালে সুখ সইলোনা, **কলেরা** হয়ে **চিকিৎসার অভাবে তার মেয়ে মারা যায়**। বিভিন্ন প্রতিকূলতায় তার স্বপ্নের বাস্তবায়ন সম্ভব হয়না। নিজের জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে মুক্তির উপায় খুঁজতে গিয়ে সে স্বপ্ন দেখে **তার পুত্র বছিরকে উপযুক্ত শিক্ষা-দীক্ষায় মানুষ করার।**

বোনের কবরের সামনে দাঁড়িয়ে ভাই বছির প্রতিজ্ঞা করে **ডাক্তার হবার।** বছিরের স্বপ্ন তার নিজের পরিবারের এবং নিরক্ষর গ্রামের মানুষের দুর্গতি-মুক্তির। দরিদ্র গ্রাম্যচাষী **আজাহের ও তার পুত্র বছির,** এই **দুই প্রজন্মের জীবন সংগ্রামের সফলতা ও বিফলতার কাহিনী** নিয়ে এই উপন্যাস।

P2A

# গল্পগ্রন্থ

বাঙালির হাসির গল্প (২ খণ্ড)

UNESCO এর উদ্যোগে Folk Tales of Bangladesh

নামে অনূদিত হয়।

# নাটক

পদ্মাপার (১৯৫০)

বেদের মেয়ে (১৯৫১)

মধুমালা (১৯৫১)

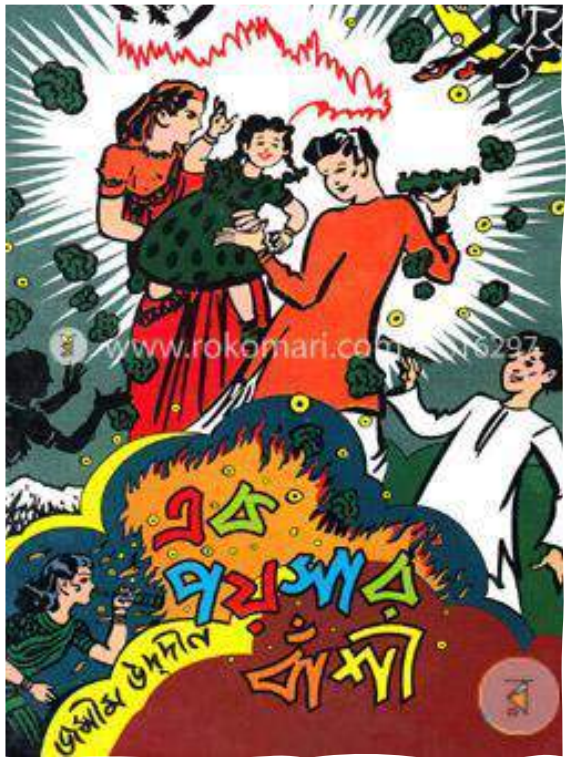

# শিশুতোষ গ্রন্থ

জসীম উদ্দীনের অন্যান্য শিশুতোষমূলক গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে – হাসু (১৯৩৮), ডালিম কুমার (১৯৫১), এক পয়সার বাঁশি

# গানের সংকলন

‘রঙ্গীলা নায়ের মাঝি’

‘মুর্শিদী গান’

‘জারিগান’ (সংকলনটিতে ২৩ টি পালা রয়েছে)

# কাব্য

সোজন বাদিয়ার ঘাট (১৯৩৪), হাসু (১৯৩৮), রঙিলা নায়ের মাঝি (১৯৩৫), রূপবতি (১৯৪৬), মাটির কান্না (১৯৫১), এক পয়সার বাঁশী (১৯৫৩), সকিনা (১৯৫৯), সুচয়নী (১৯৬১), মা যে জননী কান্দে (১৯৬৩), কাফনের মিছিল (১৯৮৮) প্রভৃতি ।

# কাব্যগ্রন্থ

শ্রেষ্ঠ রচনা: নকশী কাঁথার মাঠ (১৯২৯)

(কাব্যোপন্যাস)

চরিত্র: রূপাই ও সাজু

‘নকশী কাঁথার মাঠ’ কাহিনি কাব্যের ভূমিকা ও প্রচ্ছদ অঙ্কন করেছিলেন রবীন্দ্র ভ্রাতা অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

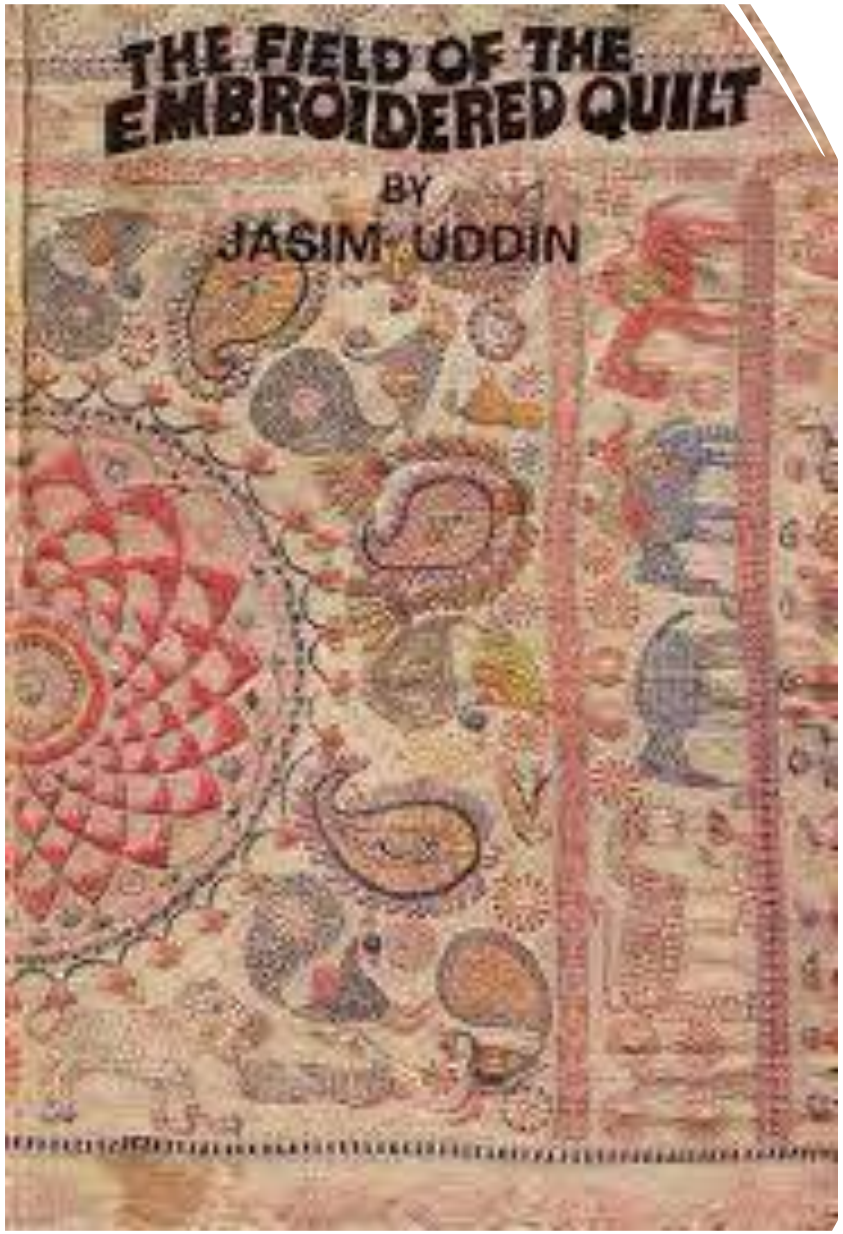


# কাব্যগ্রন্থ

- ‘নকশী কাঁথার মাঠ’ কাব্যটি তিনি উৎসর্গ করেন তাঁর বন্ধু আব্দুল কাদিরকে ।
- ‘নকশী কাঁথার মাঠ’ কাব্যটি ইংরেজিতে অনুবাদ করেন E. M Milford
- ‘The Field of the Embroidered Quilt’ নামে ১৯২৯ সালে ।

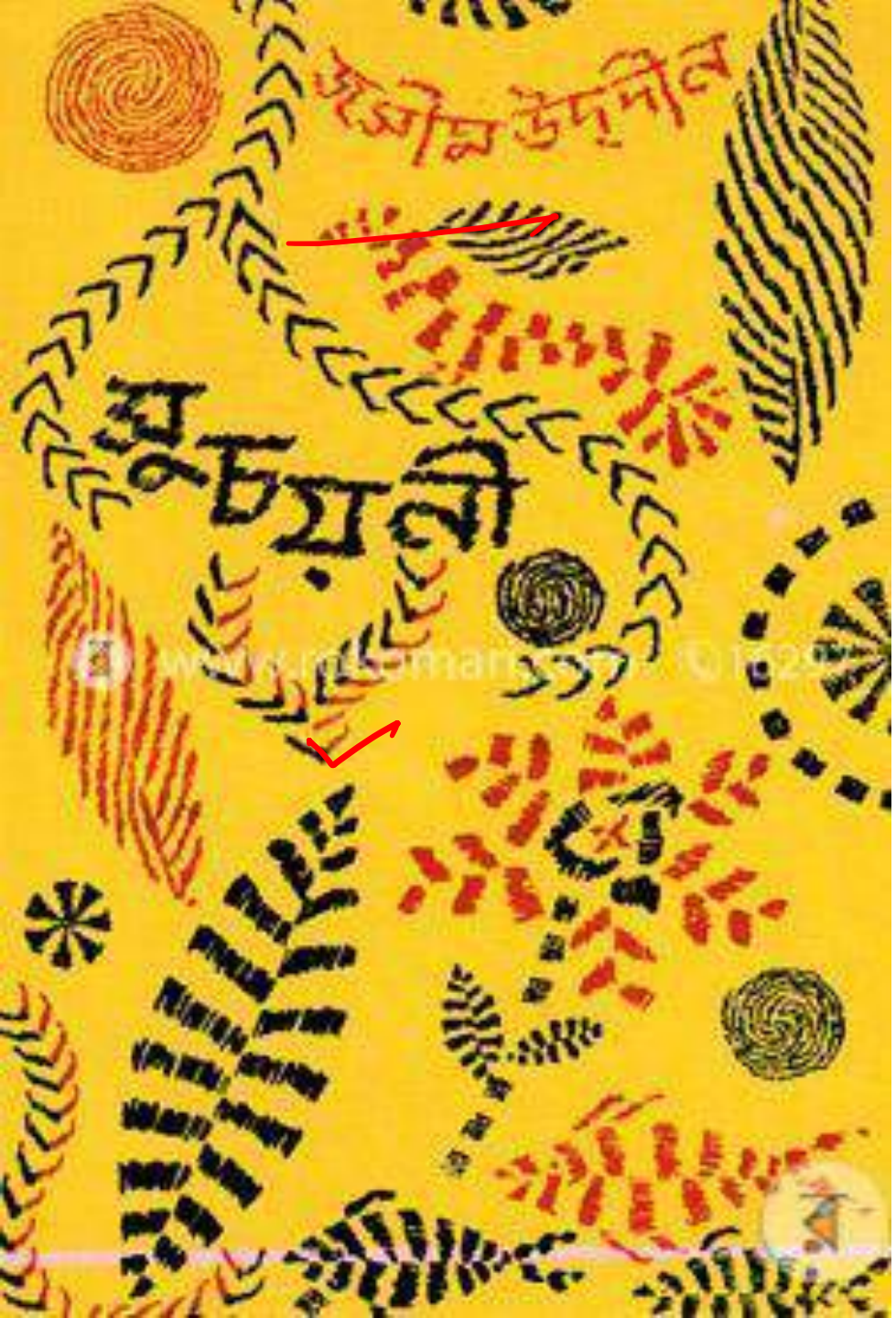


# সুচয়নী

শ্রেষ্ঠ কবিতার সংকলন গ্রন্থ ।

# কাব্য

সোজন বাদিয়ার ঘাট (১৯৩৪)

চরিত্র: সোজন ও দুলী

# সোজন বাদিয়ার ঘাট

- "সোজন বাদিয়ার ঘাট" কাব্যোপন্যাসের প্লট নির্মিত হয়েছে মুসলমান চাষীর ছেলে সোজন আর হিন্দু নমুর **মেয়ে দুলীর অপূর্ব প্রেমের** কাহিনীকে ঘিরে;তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বিগত সামন্ত যুগের জমিদারি প্রথার নিষ্ঠুরতার আলেখ্য। শিমুলতলীর গ্রাম। হিন্দু-মুসলমানের মিলেমিশে বসবাস। গ্রামের হিন্দু বালিকা দুলীর সাথে মুসলমানের ছেলে সোজনের আবল্য বন্ধুত্ব। বন্ধু থেকে আস্তে আস্তে প্রেমে পরিণত হয়। হঠাৎ গ্রামে মহরমের উৎসবকে কেন্দ্র করে জ্বলে ওঠে হিন্দু মুসলমান সংঘাত। সংখ্যালঘু হবার কারণে প্রাণ নাশের ভয়ে গ্রাম ছাড়ে মুসলমানেরা। ধীরে ধীরে শিমুলতলী মুসলিম শূন্য হয়। এদিকে নিজেদের আক্রমণাত্মক মনোভাবের কারণে অনুতপ্ত হয় হিন্দুরা। কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। মুসলমানেরা গ্রাম ছেড়ে চলে গেছে বহুদূর। চলে গেছে দুলীর সোজনও। যার বিরহে দুলীর সব কিছু শূন্য হযে যায়। সোজনকে ছাড়া দুলী অম্পূর্ণ। দুলীর বাবা অন্য ছেলের সাথে দুলীর বিয়ে ঠিক করে। দুলীর বিয়ের দিন হঠাৎ করেই সোজনের সাথে দেখা হয়। সোজন জানে দুলিকে নিয়ে ঘর বাঁধার বহু বিপদ। মনের সকল দ্বিধা হার মানে দুলীর ভালোবাসার কাছে, দুলীর কাকুতি মিনতির কাছে হার মানে। দুলী বিয়ের আসর থেকে পালিয়ে সোজনের সাথে ঘর বাঁধে গড়াই নদীর তীরে। । সেখানে গিয়ে ভালোবাসার ঘর বাঁধে একটু সুখের আশায়। কিছুদিন সুখের সংসারও করে। কিন্তু শেষ রক্ষা হয না। দুলীর পরিবার অপহরণের মামলা করে সোজনের নামে। মামলার রায়ে সোজনের সাত বছরের জেল হয়। দুলীকে এনে দ্বিতীয় বিযে দেয় ধনাঢ্য কালাচাঁদের সাথে। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে সোজন যাযাবরের মত দুলীর খোঁজে বেদের নৌকায় দেশে দেশে ঘুরে। কাকতালীয় ভাবে আবারও সোজন দুলীকে খুঁজে পায়। দুলী তার সাথে রূঢ় আচরণ করে। কারণ দুলী তখন স্বামী (কালাচাঁদ)সোহাগী। ফলে সে জ্বালা মিটাতে বিষলরে বড়ি খেয়ে গভীর রাতে নদীর ঘাটে বাঁশীরসুর তোলে। দুলী বাঁশীর সুর শুনে পাগল হযে ছুটে আসে। একদিকে স্বামী কালাচাঁদের বিশ্বাসের মূল্য, অন্যদিকে সোজনের ভালোবাসার টান। দুই মূল্যবোধের টানাপোড়নে পড়ে যায় অভাগি। আর এই টানাপোড়নের শেষটা হয় বড্ড করুণ, বড্ড মর্মান্তিক। তাদের মিলন হয় মৃত্যুর পরপারে। বিষপান করে গড়াই নদীর ঘাটে মৃত্যু হয়েছিল দুলী-সোজনের। পরবর্তীকালে তার নাম অনুসারে সে ঘাটের নাম হয় গেল সোজন বেদের ঘাট। ঘাটটি প্রেমের তীর্থ হিসেবে পরিচিত। আমাদের লৌকিকজীবনের এক সুনিপুণ আলেখ্য নির্মিত হয়েছে "সোজন বাদিয়ার ঘাট" এ।

# ভ্রমণ কাহিনি

শহরে বন্দরে

চলে মুসাফির

হলদে পরীর দেশে

যে দেশে মানুষ বড়

# কবি জসীম উদ্‌দীন রচিত গানের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য

- আমার সোনার ময়না পাখি.....
- আমায় ভাসাইলি রে, আমায় ডুবাইলি রে.....
- আমায় এত রাতে কেন ডাক দিলি.....
- প্রাণো সখি রে ঐ শোন কদম্ব তলে.....
- আমার হার কালা করলাম রে.....
- নদীর কূল নাই কিনার নাই.....
- আমারে ছাড়িয়া বন্ধু কই গেলা রে.....
- নিশিতে যাইও ফুলবনে রে ভোমরা.....
- বাঁশরি আমার হারাই গিয়াছে.....
- আমার বন্ধু বিনোদিয়ারে, প্রাণ বিনোদিয়া..... প্রভৃতি
- জসীম উদ্‌দীন জীবদ্দশায় লোকসংগীত সংগ্রহ করেছিলেন – ১০,০০০ বেশি

เปลี่ยนไป

ตัวอย่าง:

กำไร ภาษี

ปลื้ม ส่วนๆ, ผลี →

มั่ง

เกรง ทำนาย:

↓

มีมี

জন্ম: ১৯১৮

মৃত্যু: ১৯৭৪

# ফররুখ আহমদ

ইসলামি রেঁনেসার কবি

সাত সাগরের মাঝি – প্রথম ও শ্রেষ্ঠ কাব্য

সিরাজাম মুনীরা

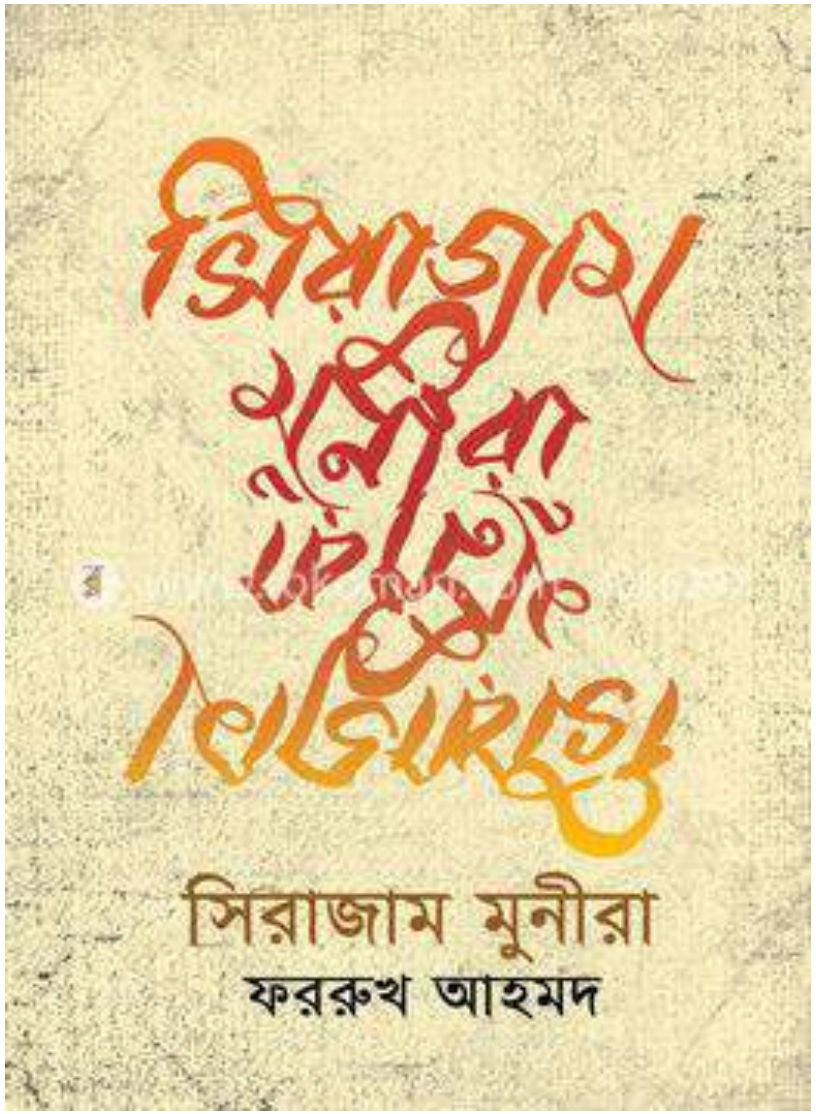

# কাব্যনাট্য

## নৌফেল ও হাতেম